তাঁহার উজ্জ্বল ভাব দেখিতে পান, তাঁহাদের প্রতি স-প্তাহেই মনে হইবে, আমারদের সেই মহান্ উৎসব পুনর্ব্বার আসিতেছে। তখন এই স্থানকেই দেব-লোক মনে হইবে। এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি যে এখানে আমরা সকলে মিলিয়া এক হৃদয়ে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, আমরা সকলেই তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় অকপট প্রেমোজ্জ্বল হৃদয় প্রদান করিতেছি,—সমুদয় হৃদয়, সমুদয় প্রীতি, সর্ব্বস্ব, তাঁহাতে সমর্পণ করিতেছি ; তবে এই সমাজকেই দেব-লোক তুল্য বোধ হয় কি না ? এই পবিত্র স্থানে সাক্ষাৎ প্রিয়তম পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পাপ ও মলিনতা সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। হে পরমাত্মন্! আমারদের আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত কর। আমরা যদি কখন তোমার নিকটে অপরাধী হই, তবে আমারদিগকে সহস্র দণ্ড দেও, কিন্তু যেন—কখন যেন ঘন-বিষাদ-পূর্ণ মলিন-হৃদয় হইয়া তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার কথা আমি কি বলিব ? বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয় ; মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়। তুমি যখন কৃপা করিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার কর, তখনই আমি বল পাই। আমার কি ক্ষমতা যে তোমার ভাব মুখে ব্যক্ত করি—তোমার প্রসন্নতা, তোমার আবির্ভাবই আমার সকলই। হে ঈশ্বর! এই সকল বাক্য দ্বারা যেন সকলের আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হয়।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

একাদশ ব্যাখ্যান।

১৪ অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক।

তমাহুরগ্র্যাং পুরুষং মহান্তং।

পরমেশ্বর যিনি, তিনি " মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ।" তিনি কেবল পরম বস্তু নহেন; কিন্তু তাহা হইতেও অধিক, তিনি পরম পুরুষ। তাঁহাকে আদি কারণ বলিলেই তাঁহার ভাব ব্যক্ত হয় না; তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ আদি কারণ বলিলেও তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ হয় না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে পরম পুরুষ রূপে দেখিতে পাই; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি না করি; সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবিত ঈশ্বর রূপে দেখি না। এক অন্ধ শক্তি এই জ্ঞান-প্রাণ পূর্ণ জগতের কখনই কারণ হইতে পারে না, ইহার মূলে জ্ঞান-স্বরূপ প্রেম স্বরূপ পরম পুরুষ আছেন। বস্তুর সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভাব নাই। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব ও শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব প্রকাশিত হয়। বস্তুর স্বভাব এই যে নিয়োজিত হয়, পুরুষের স্বভাব এই যে নিয়োগ করে। যাঁহারা ঈশ্বরকে পরম পুরুষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সৃষ্টির ভাব মনে করিতে গিয়া নানা ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা প্রকৃতির অতীত শক্তিকে না দেখিয়া প্রকৃতি হইতেই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে বীজ হইতে যেমন যব ব্রীহি

উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর হইতে জগৎ সেই রূপ উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন যে তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সঙ্গে একীকৃত করিয়া ফেলেন; অনেকে জগৎ-কারণকে কেবল এক অন্ধ শক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য প্রকার উপদেশ দেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এক অন্ধ দৈব শক্তিকে জগতের আদি কারণ বলেন না; কিন্তু এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছা ইহার মূলে দেদীপ্যমান দেখেন। তাঁহার ইচ্ছারসঙ্গে জ্ঞান, কর্তৃত্ব এবং মঙ্গল-ভাব সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্র শক্তি, সেই পরম পুরুষ, সেই জীবিত ঈশ্বরই পরম কারণ। তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু অপর কাহারও সাহায্য ব্যতীত আপন ইচ্ছাতে, আপন মঙ্গল ভাবে, এই সমস্ত রচনা করিয়াছেন। তিনি অন্য কাহারো দ্বারা নিয়মিত হয়েন নাই, কিন্তু আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াতে এই সকলই সৃজন করিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া যত কৌশল ইহাতে স্থাপন করিলেন, সকলকেই তাঁহার মঙ্গল-ভাব সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁর মঙ্গল নিয়মে সকলই নিয়মিত হইতেছে। সকলেই তাঁহার মঙ্গল শাসন প্রচার করিতেছে। তিনি নিজে যে প্রকার মঙ্গলময় এবং আনন্দময়, জগৎকেও সেই মঙ্গল ভাবে ও আনন্দ-রসে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই আশ্চর্য্যময়েরই এই আশ্চর্য্য জগৎ। উন্নতিই ইহার জীবন! পৃথিবীর মুখ-শ্রীর উন্নতি হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি

হইতেছে, মঙ্গল ভাব প্রচার হইতেছে। সেই সনাতন পুরাণই এক ভাবে চিরকাল রহিয়াছেন, আর সকলকেই তিনি উন্নতির মুখে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর সৃষ্টিতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না; সকলই নূতন নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা যত্ন পূর্ব্বক কিছু নির্ম্মাণ করিলে তাহা ত্যাগ করিতে কত কুণ্ঠিত হই; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে তরু-সকল প্রতি বৎসর পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ধারণ করিতেছে—ময়ূরেরা এমন উজ্জ্বল সুন্দর পক্ষ-সকল ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন সর্জ্জায় সজ্জীভূত হইতেছে। সেই আনন্দময়ের এই জগতে সকলেই নূতন ও সুন্দর ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। জড় জগৎ হইতে আত্মাকে তিনি আরো উন্নতি-শীল করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে এখানকার ভাবে, এখনাকার সুখেই তৃপ্ত করেন নাই; তিনি ক্রমাগতই তাঁহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন—তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতেছেন। উন্নতিই আত্মার প্রাণ, উন্নতিই আত্মার জীবন। ইহাতে তিনি যে সকল ভাব-কলিকা নিহিত করিয়াছেন, তাহা এখানেই প্রস্ফুটিত হইয়া গিয়া একেবারে বিনাশ পাইবে না। দেবলোক হইতে দেবলোকে সে সকল কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। এখানে ইহার জ্ঞানের শেষ হইবে না, প্রেমের শেষ হইবে না, আনন্দের শেষ হইবে না। আমরা যদিও এখানে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি, কিন্তু তিনি আমারদিগকে দান করিয়া

তৃপ্ত হইতেছেন না। আমরা যতই আনন্দের উপর আনন্দে অভিষিক্ত হইতেছি এবং উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিতেছি, তিনি বলিতেছেন, এ অপেক্ষাও তোমার উন্নতির প্রয়োজন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার উন্নতি-শীল আত্মাকে ক্রমাগতই আপনার দিকে লইয়া যাইতেছেন।

যাহাতে আমরা অমৃতের অধিকারী হইতে পারি, তিনি আমাদের আত্মাকে এই প্রকার বলবান্ করিয়াই সৃজন করিয়াছেন। তিনি আপনি যেমন মুক্ত-স্বভাব, আত্মাকেও সেই রূপ কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি আর সমুদায় প্রকৃতিকে অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন; কেবল আত্মাকেই তাহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। জল যেন তুষার দ্বারা বদ্ধ হইয়া ঘনীভূত হইয়া যায়, জগৎ-সংসারও সেই রূপ তাঁহার নিয়মে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু যখন সেই তুষার-বদ্ধ জল সূর্য্য-কিরণ প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন তাহা বেগবতী স্রোতস্বতী হইয়া বসুন্ধরাকে সিঞ্চন করত উর্ব্বরা ও ফলবতী করে; আত্মাও সেই রূপ তাঁহার অমৃত তেজ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সকল স্থানেই আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে যায়। সেই নদীর ন্যায় তখন সে আর কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান না করিয়া সকল স্থানকে মঙ্গল নীরে প্লাবিত করিতে করিতে সেই অমৃত সাগরে আসিয়া পতিত হয়; আপনার কর্ত্তৃত্ব ভাব কখনই পরিত্যাগ করে না।

ঈশ্বর আত্মাতে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন; সমুদয় জগৎ সংসারকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়া আত্মাতে ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। সে নিয়মে বাধ্যতা নাই, কিন্তু সকলই স্বাধীনতা। মনুষ্য যতদূর শরীরী জীব, যত দূর তিনি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির এবং পশু-প্রকৃতির অধীন; তত দূর তিনি জড় জগতের নিয়মাধীন। জড়ের উপর তাঁহার যত দূর নির্ভর, তত দূর তিনি বস্তু—আপনার কর্ত্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ। এই শরীর আমার, কিন্তু আমি নহি। আমি বিজ্ঞানবান্ পুরুষ, আর এই ইন্দ্রিয়-সকল আমার কার্য্য করিতেছে। আত্মার এ প্রকার কর্ত্তৃত্ব-শক্তি যে যে প্রকৃতি দ্বারা সে আবৃত এবং অনুবিদ্ধ, তাহার উপরেও তাহার আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই কেবল বদ্ধ ভাব দেখিতে পাই। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এমন এক অভেদ্য কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা তাহাতেই বিস্তৃত দেখি। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ভাব, স্বতন্ত্র শক্তি, কিছুই দেখা যায় না। প্রকৃতি অন্ধের ন্যায় কার্য্য করে, এবং না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করে। প্রকৃতি মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। যাহা অমৃত, যাহা বুদ্ধ মুক্ত, তাহার ভাব ইহাতে কিছুই নাই। মনুষ্যকে তিনি প্রকৃতির অতীত শক্তি দিয়া আপনার আরো নিকটে আনিয়াছেন। মনুষ্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন। তিনি আপনাপনি বুঝিতে পারেন যে তিনি কেবল

এক অচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলেই বদ্ধ নন—তিনি আত্ম-প্রভাবে তাহা অতিক্রম করিতে পারেন। তিনি আপনাতে এ প্রকার ধর্ম্মের নিয়ম দেখিতে পান, যাহা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে এবং আপনার এ প্রকার কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারেন যে তাঁহার প্রবল ইন্দ্রিয়-দলের সহস্র উত্তেজনার প্রতিকূলেও সেই ধর্ম্ম-নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে এই প্রকার স্বাধীনতা-অলঙ্কার দিয়াছেন। তিনি যদিও তাঁহাকে কঠোর বিপদে আবৃত করেন, সে কেবল তাঁহাকে আরো বলীয়ান্ করিবার জন্য। আত্মাকে তিনি সেই প্রকার বলে বলী করিয়াছেন, যাহাতে সে পথের সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহার পদতলে আসিয়া অবনত হইবে।

অতএব দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কি প্রকার জীবন্ত সম্বন্ধ। তিনি "মহান প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ"—মনুষ্যকেও তিনি আপনার ভাব দিয়াছেন। পুরুষে পুরুষে যে প্রকার সম্বন্ধ—পিতা পুত্রে যে প্রকার সম্বন্ধ ; ঈশ্বরে মনুষ্যে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তাঁহার প্রীতি-দৃষ্টি আমারদের উপরে রহিয়াছে, আমরাও কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছি। আমরা সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজার অধীন। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-নিয়ম আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং আমাদের এমন কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে যে আপন ইচ্ছাতে সেই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারি। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের এই প্রকার

সম্বন্ধ, যেমন এক জন পুরুষের সঙ্গে আর এক জন পুরুষের সম্বন্ধ। এই সত্যটি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। আমরা প্রতি দিনের অন্ন-পানের জন্য, দুর্গতি নিবারণের জন্য, পাপের পরিত্রাণ জন্য, সেই অমৃত পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করি। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই প্রকার জীবিত সম্বন্ধ। তিনি আমারদের পিতা, আর আমরা তাঁহার পুত্র। হে অমৃতের পুত্রেরা, তোমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আরাধনা কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও, এবং পবিত্র ও প্রশস্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা কর।

ঈশ্বর সকল আত্মাকেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতি আত্মাতেই তাঁহার ভাবের অঙ্কুর রোপণ করিছেন; তাহা আবার প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তেজস্বী পুরুষদিগকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সেই প্রিয় পুত্রেরা তাঁহার মঙ্গলভাবের অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রেম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতে থাকেন। ঈশ্বরের ভাবের অঙ্কুর-সকল সকলের আত্মাতেই আছে, কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তাহা প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রকার যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা পশ্চাৎবর্ত্তী লোকদিগকে আপনারদের নিকটে আনিতেছেন। এই প্রকার সাধুদিগের কি চমৎকার ভাব! ঈশ্বরের যে সকল মহান্ ও রমণীয় মঙ্গল ভাব আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগেরও তাহার অনুরূপ ভাব। তাঁহারা আপনারা নানা বিঘ্ন বিপত্তি মস্তকে লইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাব

প্রচার করেন। ঈশ্বর তাঁহারদিগকে পাঠাইয়া সহস্র সহস্র লোককে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগকে নানা কষ্টে নিপতিত করেন—তাঁহারা তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই শিক্ষা লাভ করেন। আমারদের প্রতি ঈশ্বরের কি অপার অনুগ্রহ ; কি অপার প্রেম !

হে পরমাত্মন্ ! আমারদের এই বঙ্গ ভুমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই —ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হই-তেছে—দিন রাত্রি ইহার ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর, পরমাত্মন্ ! ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর। তোমার করুণা-বারি প্রতি আত্মাতে প্রেরণ কর—পিতা মাতার মত তুমি আপ-নাকে প্রকাশ কর ; আর আমরা সকলে তোমার আরাধনা করি। এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে বঙ্গভুমির সকল সন্তানেরা এক আত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করিতে থাকিবে। আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না ; হে সিদ্ধিদাতা ! তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

দ্বাদশ ব্যাখ্যান।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক।

ইদং বাঅগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদ-
মগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। সবাএবমহানজ আত্মা।

এই বিচিত্র জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—কুত্রাপি ইহার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। সর্ব্বতঃ প্রসারিত এক নিবিড় অন্ধকার মাত্র ছিল। সেই অন্ধকারের জ্যোতি কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। যখন কোন জ্যোতি ছিল না, কেবলি অন্ধকার ছিল, তখনও সেই জ্ঞান-জ্যোতি পরম পুরুষ স্বীয় মহিমাতেই বিরাজমান ছিলেন, যদি সকল জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সূর্য্য যদি চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়, নক্ষত্র-সকল যদি একেবারে বিলুপ্ত হয়, তথাপি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ বিরাজমান থাকিবেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি প্রকাশমান ছিলেন, এই বর্ত্তমান সময়েও এই সমুদয় সৃষ্টির প্রাণ রূপে তিনি বর্ত্তমান আছেন এবং যদি এই সমুদয় সৃষ্টি কালেতে ক্ষয় হইয়া যায়, তথাপি তিনি থাকিবেন। চিরকালই তিনি বর্ত্তমান। নিত্যকাল হইতে নিত্যকাল পর্য্যন্ত। "ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্যস উশ্বঃ" তিনি ভুত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও যেমন, কল্যও তেমন। তিনিই কেবল বর্ত্তমান—আর তাঁহার দুই বাহুতে ভুত ভবিষ্যতের ঘটনা-সকল নিয়মিত হইতেছে। দেশ কা-

লের তিনি অতীত; তাঁহার উপরে আকাশের অধিকার নাই, কালেরো অধিকার নাই। তিনি সমুদয় জগৎ সংসারকে দেশ-কাল-সূত্রে অনুস্যুত করিয়াছেন। আকাশে ও কালে সমুদয় জগৎ সংসার ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় জগতের সহিত আকাশ ও কাল সেই পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

এক সময় যখন সকলি অসৎ ছিল, এক মাত্র অনাদ্যনন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল; তখন সেই সনাতন পুরাণই স্বীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে সময়কার কি গম্ভীর ভাব! যদি বর্ষা ঋতুর কোন নিশীথ সময়ে কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দ্দিক্ দর্শন করি—তখন একটী গ্রহ, একটী তারাও, আর নয়ন-গোচর হয় না—সমুদয় আকাশ ঘন মেঘে আবৃত, সকলি নিস্তব্ধ, কেবলি অন্ধকার—তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে তটস্থ হইয়া যে স্বয়ম্ভু সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করি; কেবল একমাত্র তিনিই এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্য-জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন।

সতপোহতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি ইচ্ছা করিলেন—কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতির্ম্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চির রজনীর পর প্রথম প্রাতঃকালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্ত পাইয়াছিল। সেই নিস্তব্ধ চির রজনী ভেদ করিয়া নব প্রসূত তেজঃপুঞ্জ

সূর্য্য কোথা হইতে আইল? কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিগ্বিদিক্ উজ্জ্বল করিল? এ কেবল সেই পরম কারণের ইচ্ছাতে। তাঁহারই ইচ্ছাতে আমারদের এই তেজোময় সুন্দর পৃথিবী আকাশ-পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিতে লাগিল। হা! সে পৃথিবী তখন কিছুই জানে না, কেন তাহাকে, কে তাহাকে, প্রেরণ করিলেন। তখন কে জানিবে যে সেই দগ্ধ দারু সমান উত্তপ্ত দ্রব ধাতুময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত পৃথিবী জীবন ও সুখে, জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যে, আশ্চর্য্য রূপে সজ্জিত হইবে; অসংখ্য জীবে, অসংখ্য উদ্ভিজ্জে, পূর্ণ হইবে? কে তাহাতে এ প্রকার বীজ-সকল নিহিত করিলেন? কে তাহাকে ধন ধান্য ফল ফুলের ভাণ্ডার করিয়া সৃজন করিলেন? কোথায় সূর্য্য, কোথায় আমারদের এই পৃথিবী, কোথায় এই সকল জীব জন্তু উদ্ভিজ্জ? সূর্য্য হইতে আলোক আসিতেছে, পৃথিবী উজ্জ্বল হইতেছে, জীবন-প্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইতেছে—আমারদের অন্ধতা দূর হইতেছে। কে এ প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিলেন? এ কি কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য? এই প্রাণ ধন জীবন, সুখ অতুলন, কি কোন অন্ধ শক্তি হইতে বর্ষিত হইল? না সেই জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষের ইচ্ছাতে এই সকল হইল? এই পৃথিবী যখন কেবল দ্রব-ধাতু-পিণ্ড ছিল, তখন যদি কোন মনুষ্য ইহা দেখিতেন; এই কুজ্ঝটিকাময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত লোক দেখিয়া তিনি কি কখন মনে করিতে পারিতেন যে ইহা এই প্রকার সুখের রাজ্য

হইবে ? কিন্তু পরমেশ্বর আলোচনা করিয়া সেই সকল বিচিত্র অদ্ভুত শক্তি তাহাতে নিহিত করিলেন, যাহাতে সেই শূন্য উত্তপ্ত পৃথিবী এ প্রকার বাস-গৃহ ও আরাম-স্থল হইল। কালেতে ইহা শীতল হইয়া অসংখ্য জীবের আধার হইল, অসংখ্য সুখের আলয় হইল। বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া শীতল জল বর্ষণ করিল; জলেতে কত মৎস্য কুম্ভীর, কত কোটি কোটি জলজন্তু, বিচরণ করিতে লাগিল। কালেতে জলের গর্ভ হইতে পর্ব্বত-সকল সূর্য্যাভিমুখে উঠিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। পৃথিবী জলে স্থলে বিভিন্ন হইল—নানা উদ্ভিজ্জ, নানা জীব জন্তু, তাহাতে উৎপন্ন হইল। এ কি আপনা হইতে হইল ? না ইহা কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য ? সেই বিজ্ঞানময় পরম পুরুষেরই এই মহিমা; তিনিই এই জগৎকে এমন আশ্চর্য্য-রূপে সৃজন করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি আমারদের অন্ন আহার করিবার জন্য দন্ত দিলেন; দন্ত দিবার পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধ দিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল। কি আশ্চর্য্য তাঁহার পালনী শক্তি! এই সকল কৌশল কি অন্ধ শক্তির কার্য্য ? ইহাতে কি এক জনের জ্ঞান প্রকাশ পায় না ? ইহাতে কি এক জনের মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পায় না ? ইহাতে কি এক জনের আলোচনা ও ইচ্ছা প্রকাশ পায় না ?

কে আমারদিগকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতেছেন ? কোন্ করুণাময় পুরুষ আমারদের রোগ-শান্তির জন্য নানা প্রকার ঔষধের সৃজন করিয়াছেন ?

আমারদের শরীরের কোন অঙ্গ ব্যথিত হইলে কাহার নিয়মে তাহা আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়? আত্মা যখন মলিন হয়, যখন সে পাপেতে অভিভূত হয়, তখন কে তাহাতে অনুতাপ প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে উদ্ধার করেন? এ সকলই, তাবৎই, তিনি করিতেছেন; যিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা; যিনি আপনার অমোঘ সাহায্য দিয়া আমারদিগকে আপনার সৎপথে রক্ষা করিতেছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? তিনি যেমন জড় বিষয়ের অধিপতি, সেই রূপ আত্মারও অধিপতি; তিনি যেমন সকল জগতের ঈশ্বর, সেই রূপ আমারও ঈশ্বর। আমরা তাঁহার প্রসাদ-ভাগী হইয়া দিন যাপন করিতেছি; জীবনের সমুদয় ভোগ, সমুদয় সুখ, তাঁহা হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি—তাহার জন্য আবার যখন আমরা কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয় তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছি; তখন সে ভোগ, সে সুখ, কেমন পবিত্র হইতেছে! সম্পদ্ আমারদিগকে তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করিতেছে। বিপদ্ গুরুর ন্যায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছে—তখন সেই বিপদ্ই আমারদের পরম সম্পদ্। তাঁহার করুণা সম্পদে বিপদে—তাঁহার করুণা দিবসে রাত্রিতে—সমুদয় জগৎ সংসারে তাঁহার করুণা। চিরকালই আমরা তাঁহার করুণার আশ্রয়ে থাকিব। আমারদের কি এত টুকুও বল নাই যে যে কয় দিন আমরা এই পৃথিবীতে থাকি, তত দিন তাঁহার মঙ্গল-ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকি।

যাঁহার সঙ্গে আমারদের নিত্য কাল থাকিতে হইবে, এই কতক দিনের বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহার মঙ্গল-চ্ছায়াতে অপরাজিত-চিত্তে বাস করি—আমারদের কি এত টুকুও নির্ভর নাই। যদি এই ক্ষণ কালের জন্য সেই মঙ্গল-ময়ের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে থাকিতে না পারি, তবে অনন্ত কালে আমারদের কি ভরশা? আমরা কি সংসারের একটু সুখেতেই উৎফুল্ল হইব, একটু দুঃখেতেই মুহ্যমান হইব? আমরা যে কেবল ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত থাকি, ঈশ্বরের এ প্রকার ইচ্ছা নয়। তিনি আমারদের আত্মার উন্নতি চাহেন, তিনি আমারদিগকে ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ হইতে চাহেন, সুখ দুঃখে অটল রাখিতে চাহেন। তিনি যেমন জড় রাজ্যকে ভৌতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন, আত্মার জন্য সেই রূপ ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। আমরা যাহাতে শিক্ষিত হই—দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হই—জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হই; এই তাঁহার অভি-প্রায় এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য নানা বিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংও তাহাতে সাহায্য করি-তেছেন। শীত বসন্তের ন্যায় সম্পদ্ বিপদ্ এখানে যাতা-য়াত করিতেছে, কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মকে সহায় করি, আর ঈশ্বরেতে নির্ভর করি; তবে আত্মার বল কিছুতেই ক্ষয় হইবে না, আত্মার শান্তি কিছুতেই যাইবে না।

হে পরমাত্মন্! আমাদের আত্মার শান্তি রক্ষা কর, তোমার মঙ্গল-চ্ছায়া সর্ব্বত্র বিস্তার কর। ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃবর্গকে তোমার পথে অগ্রসর কর, এ দেশকে তোমার জ্ঞানেতে

উজ্জ্বল কর, পৃথিবীকে শান্তি-সলিলে শীতল কর, সকলকে তোমার উপাসনাতে প্রবৃত্ত কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান।

---

২০ পৌষ ১৭৮২ শক।

যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

সেই রস-স্বরূপ প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরেরই এই সৃষ্টি। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ভাবে ইহা পরিপূরিত, সেই আনন্দময়ের আনন্দ-কিরণে সকল দিক্ সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। এই জগতের সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকল তাঁহারই—ইহার যাহা কিছু আছে, সকলি তিনি দিয়াছেন। তিনিই আমারদের এই পৃথিবীকে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য, জীবন ও সুখে, পূর্ণ করিলেন। মনুষ্যকে সৃজন করিয়া পৃথিবীর মহত্ত্ব সাধন করিলেন। প্রীতি এবং মঙ্গল-ভাব এবং আনন্দ বিধানই তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের যে অখণ্ড মঙ্গল ভাব, আর আর জীবও সেই মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করে, তাহা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা প্রচার করে; এই উদ্দেশে তিনি উন্নত ধর্ম্মজ্ঞ জীব-সকলের সৃষ্টি করিলেন। আমারদের যে সাধুভাব, সে তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাবেরই প্রতিরূপ। সাধু ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি? তাঁহারা নিজে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা

যত ক্ষণ না অন্যকে দিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহারদের তৃপ্তি নাই ; অন্ন-পান দীন দরিদ্রের সঙ্গে বিভাগ করিয়া গ্রহণ না করিলে তাঁহারদের মনের পরিতোষ হয় না ; কোন নূতন সত্য উপার্জ্জন করিলে তাঁহারদের জিহ্বা অমনি তাহা সকল পৃথিবীতে প্রচার করিতে যায়। ঈশ্বরকে কি তাঁহারা একাকী ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন ? ধর্ম্মের আনন্দ, ঈশ্বরের আনন্দ, আরো সহস্র হৃদয়ে বর্ষণ করিবার কোন বাধাই তাঁহারা মানেন না—লোকভয়ে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভীত হয়েন না—এই দুর্ব্বল শরীর একেবারে পরিত্যাগ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। সাধুভাব এ প্রকার কেন ?—কেন না সাধুর সাধুত্ব সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে আসিয়াছে। এই সাধুভাব হইতে পরমেশ্বরের সেই অনন্ত মঙ্গল-ভাব মনে কর। তিনি আপনি যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা জগৎময় বিস্তার করা কি তাঁহার সৃষ্টির অভিপ্রায় নহে ? তাঁর প্রেম বিতরণ করিবার জন্য এই সকল জীবের কি সৃষ্টি নয় ? তিনি কি ধর্ম্মের আনন্দে, মঙ্গল-ভাবের আনন্দে, কোটি কোটি আত্মাকে পূর্ণ করিবেন না ? যাহাতে উৎকৃষ্ট জীবেরা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া, প্রীতিতে পবিত্র হইয়া, তাহার সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাঁহার সৃষ্টির এই পরম লক্ষ্য।

ইহার জন্যই তিনি আমারদের আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন এবং এই পৃথিবীতে শরীরকে তাহার বাস-গৃহ করিয়া দিলেন, ইহার জন্যই এই জগৎ সংসার নির্ম্মাণ করি-

লেন। এই অসংখ্য অসংখ্য লোক, যাহা দূর হইতে দূরেতে বিরাজ করিতেছে, এই সকল লোক তাঁহার উন্নত জীবদিগেরই ধর্ম্ম-শিক্ষার স্থল, তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের বাস-গৃহ। যে সকল জীবকে তিনি এ প্রকার উচ্চ অধিকার প্রদান করেন নাই, তাহারদিগকে কি এক কালে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? তাহা নহে—তাহাদের মধ্যেও তিনি মুক্ত হস্তে সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সকল স্থানেই আনন্দের অজস্র ধারা বর্ষিত হইতেছে। এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিয়া দেখ; তাহা অসংখ্য জীবে, অসংখ্য সুখে, পরিপূর্ণ। কোন বনের মধ্যে প্রবেশ কর—মৃগেরা বৃক্ষ-ছায়াতে সুখে তৃপ্ত হইয়া রোমন্থ করিতেছে; পক্ষি-সকল উচ্চ কলরবে মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে; বর্ষা ঋতুর প্রথম জল ধারাতে জড় বৃক্ষ-সকলও জীবের ন্যায় প্রফুল্লিত হইতেছে। কিন্তু কেবল এই সকল মূঢ় জীবের জন্য, এই সকল জড় উদ্ভিজ্জের জন্য, এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা নয়; ইহাদের জন্যই তিনি আপনার অনন্ত ভাব প্রকাশ করেন নাই। জ্ঞানের আকর, শোভার ভাণ্ডার, এই অতুল্য জগৎ এই সকল অন্ধ জীবদিগের ঐশ্বর্য্য নহে। ইহারা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। তিনি যে এই জগৎকে পরমাশ্চর্য্য শোভায় সজ্জিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে পারে না। আত্মার সৃষ্টিতেই তিনি সৃষ্টির মহত্ত্ব সাধন করিলেন; তাঁহার মঙ্গল-ভাব প্রচার করিলেন। জড় জগৎ কেবল

যন্ত্র মাত্র—পশু পক্ষীরা স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তির দাস মাত্র—মনুষ্যই সেই অমৃতের ভাব, সেই পরম পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার প্রসাদেই তাঁহার পুত্র নামের যোগ্য হইয়াছে।

তিনি পশু-রাজ্যের মধ্যে যে প্রকার সুখ বিস্তার করিয়াছেন, মনুষ্যকে সে প্রকার সুখে তৃপ্ত করেন নাই। পশুদিগের এই সুখই তাবৎ—মনুষ্যের বিষয়-সুখ সর্ব্বস্ব নহে। যাহারা আত্মাকে উন্নত করিতে পারে নাই—ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পায় নাই; তাহারা কি ঈশ্বরের রাজ্যে এককালে তাবৎ সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এমত নহে। অন্যান্য জীবদিগের ন্যায় তাহারদের জন্যও নানা প্রকার সুখ সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে; সূর্য্যের উদয় অবধি অস্ত পর্যান্ত, প্রতি বর্ষে, প্রতি ঋতুতে তাহারা নানা প্রকার সুখে সুখী হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের কি করুণা! ঈশ্বর সেই সকল সুখেতে তাহারদের তৃপ্তি দেন নাই। মনুষ্য কেবল আহার নিদ্রাতে সুখী হইতে পারে না—কেবল বিষয়-ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা নিদ্রিতই থাকুক, মহা মোহেতেই মুগ্ধ থাকুক, এই সকল সুখে সেই আত্মা কখনই পূর্ণ হয় না। মনুষ্য সহস্র বৈষয়িক সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকুক—অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্বই বা ভোগ করুক; যাহাকে যাহা আদেশ করে, সকলই সম্পন্ন হউক; তথাপি কেন সে সুখী হইতে পারে না? যখনি আপনাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করে,

আমি সুখী কি না? অমনি উত্তর পায়, তোমার শূন্য হৃদয়ে সুখ নাই। এই রূপ নিরাশ প্রাপ্ত হয়,—হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই এ নয়, যে এই সকল সুখেই মনুষ্য তৃপ্ত থাকুক। যাঁহর হস্তে সমুদয় আনন্দ—যাঁহার হস্তে সমুদয় ফল, তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীতে গেলে কি আমারদের মঙ্গল হইবে? তাহাতে আমারদের তৃপ্তি লাভ হইবে, না সন্তোষ লাভ হইবে? আমারদের কি এই ইচ্ছা যে এই সকলেতেই আমরা সুখে থাকি? এই সকল বিষয়-সুখ অপেক্ষা কি আমারদের প্রতি ঈশ্বরের অধিক দান নাই? আমরা সত্যে প্রেমে সদ্ভাবে উন্নত হইয়া তাঁহাকে লাভ করি, তিনি এই চাহেন; মনুষ্যকে সৃষ্টি করিবার তাঁহার এই তাৎপর্য্য। তিনি আমারদিগকে দেবতাদের সংসর্গের উপযুক্ত করিয়াছেন এবং আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি বিষয়-সুখে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্যে আমারদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ধর্ম্মের জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে, কত সহস্র সহস্র বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিতে পারি। কখন্ পারি না? যখন তাঁহার আনন্দ পাই না; যখন পশুদিগের মত আহার পানেতেই মত্ত থাকি।

হে পরমাত্মন্! আমারদের সকলকে তোমার দিকে লইয়া যাও, আমারদের সমুদয় শরীর, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মাকে অমৃতেতে নিয়োগ কর। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের শান্তি নাই, সুখ নাই;

কেবলই বিষাদের অন্ধকার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তোমা বিনা আমারদের সুখ যে সে দুঃখ—তোমা বিনা সম্পত্তি বিপত্তি, তোমা বিনা জয় বাস্তবিক পরাজয়। আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি যখন তোমা হইতেই পাইয়াছি, তখন সে সকলকে তোমারই কার্য্যে নিয়োগ কর—হৃদয়ের ভাবকে তোমার প্রতি উন্নত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যান।

---

২৭ পৌষ ১৭৮২ শক।

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়।

সেই এক মাত্র সকলের বশী পরম দেবের শাসনে সমুদয় জগৎ সংসার শাসিত হইতেছে। তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া জীব জন্তু চরাচর স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। সেই পরম পিতা পরম মাতার ক্রোড়ে সমুদয় লোক, সমুদয় জীব, স্থাপিত রহিয়াছে। তিনি কি সেই অদৃশ্য অলক্ষ্য কালে এই বিশ্ব সংসার সৃজন করিয়া এইক্ষণে ইহারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? কোন গৃহ-নির্ম্মাতা, কি পোত-নির্ম্মাতা যেমন গৃহ ও পোত নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যায়, তাহারদের সঙ্গে পরে তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে না; তিনি কি সেই প্রকার চলিয়া গিয়াছেন, না অদ্যাপি তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আছেন?

সমুদয় আকাশ, সমুদয় কাল, তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে ; তিনি সকলের সাক্ষী রূপে, সকলের নিয়ন্তা রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে, অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, আমরা সকলেই তাঁহাতে বাস করিতেছি, তাঁহাতেই জীবিত আছি, তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃক্ত হইয়া রহিয়াছি। যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা যেমন পূর্ব্বে, সেই রূপ বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার ইচ্ছা। সৃষ্টিকাল হইতে তাঁহার ইচ্ছা-স্রোত প্রবাহিত থাকাতে জগৎ সংসার স্থিতি করিতেছে। আমি যখন বলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন আমার ইচ্ছা হইল ; এখন যে বলিতেছি, আমার ইচ্ছার বিরাম হয় নাই—যদি বিরাম হয়, তবে বাক্য স্তব্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে সমুদয় জগৎ সংসার প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয়। আমরা তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া—সকলের প্রাণ রূপে দেখিয়া, জীবন্ত দেবতা-স্বরূপ দেখিয়া, তাঁহার উপাসনা করিতেছি। আমি যে এক্ষণে কথা কহিতেছি, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি আমার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না ?—আমাকে কি মৃত দেহের মত দেখিতেছ, কি জীবন্ত মনুষ্যের মত দেখিতেছ ? তবে যিনি আমার এই বাক্যের বাক্য, যাঁহার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যিনি আমার শরীরে প্রাণ দিয়াছেন, সমুদয় জগৎকে জীবন ও প্রাণে পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি কি আমা হইতেও জীবন্ত নহেন—তিনি কি প্রাণ-স্বরূপ নহেন ? তিনি প্রাণ-স্বরূপ জীবন্ত

দেবতা। সেই প্রাণের চতুর্দ্দিকে সকল জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহা হইতেই সকলে জ্যোতি ও জীবন পাইতেছে। তিনি এই সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমরা যখনি তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তিনি তখনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা বর্ত্তমান দেখিতেছি —ভূত কাল স্মরণ করিতে হয় না, ভবিষ্যৎ কালের প্রতিও দৃষ্টির আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ যে আলোক এখানে আলোক দিতেছে, প্রত্যক্ষ যে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সকলের প্রাণ বিধান করিতেছে, এবং আমারদের কথা কহিবার ও শ্রবণ করিবার শক্তি দিতেছে, এ সকলই তাঁহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইলে এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়—এই বায়ু স্পন্দহীন হয়, এই বাক্য স্তব্ধ হয়।

সেই জগৎ কারণ জগৎ-পালকের ইচ্ছাতে সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। তিনি "রাজগণ-রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক।" "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায়" তিনি অখিল-বিধরণ, সেতু-স্বরূপ; সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সকল জগতের প্রাণরূপে রহিয়াছেন, অথচ তিনি ইহার সকলেরই অতীত।

যে ভূমা পুরুষের অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহার অঙ্গুলির চিহ্ন কোথায় দেখা না যায়। শরৎ কালের কোন রজনীতে আকাশে যখন পূর্ণকল চন্দ্রমা উদয় হইয়া এক মেঘ হইতে মেঘা-

স্তরে প্রবেশ করে, এবং আবার যখন পরিষ্কৃত গগনে আসিয়া স্বকীয় নির্ম্মল শুভ্র রশ্মিতে পৃথিবীকে রঞ্জিত করে ও আমারদের নয়নকে তৃপ্ত করে; তখন তাহাতে কাহার অঙ্গুলির আদেশ দেখিতে পাই। যাঁহার অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, সেই সর্ব্ব নিয়ন্তারই অঙ্গুলির চিহ্ন দেখি।

যখন সাধু ব্যক্তি সম্পত্তির স্বচ্ছন্দাবস্থা হইতে বিপত্তির মধ্যে পতিত হন; আবার যখন তিনি সম্পত্তি লাভ করেন; সম্পত্তি হইতে বিপত্তি, বপত্তি হইতে সম্পত্তি, এই প্রকারে সংসারের সহিত সংগ্রাম করত যখন তিনি ধর্ম্মেতে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হন; তখন তাঁহার জীবন-পুস্তকে কাহার অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিতে পাই—সেই অঙ্গুলির চিহ্ন, যাহা প্রত্যেক শুভ ঘটনাতে মুদ্রিত রহিয়াছে।

আত্মা যখন পাপেতে পরাভূত হয়, যখন মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়—পরে বিষাদ ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আবার যখন আত্ম-প্রসাদ লাভ করে—সেই পাপ-সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যখন নূতন বলে, নূতন স্ফূর্ত্তিতে, বিরাজ করিতে থাকে, তখন সে তাহাতে কাহার হস্তের চিহ্ন দেখিতে পায়? সেই হস্তের চিহ্ন, যাহা জগতের সমুদয় ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছে। যাঁহার ইচ্ছাতে তৃষিত ধরা বৃষ্টি লাভ করিয়া শীতল হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছাতে তাপিত হৃদয় তাঁহার প্রসন্ন বারিতে শান্তি লাভ করিতেছে।

আমারদের প্রতি কি তাঁহার দৃষ্টি নাই? তিনি কি

আমারদের আত্মাকে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে সে আপনার উপরে যত পাপ ও মলিনতা সঞ্চিত করুক, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি নাই? কে আমারদিগকে অদ্যাই এখানে প্রেরণ করিলেন? আমারদের মনে আলস্য, বিষয়াসক্তি, আমোদ-স্পৃহা, কত প্রকার কুটিল ভাব আছে, সে সকলের প্রতিকূলেও কে আমারদিগকে তাঁহার এই উপাসনা-স্থানে, এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে, আনয়ন করিলেন? যিনি সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়া প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকা দূর করেন, তিনিই কি আমারদিগকে এই সাধু-মণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া মনের মালিন্য দূর করিতেছেন না? এখানে আসিয়া পবিত্র হইয়াছ, অতএব পবিত্র হৃদয়ে সকলে মিলিয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা কর। আমারদের ভূত কাল স্মরণ করিবার আবশ্যক নাই—ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই; তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া এখনই তাঁহাতে সমুদয় হৃদয় অর্পণ কর। তাঁর অধিকার সর্ব্বত্রই; তিনি সর্ব্বসাক্ষী-রূপে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। যদি উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অভ্র-ভেদী আর এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ দর্শন করি, সেখানে তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিতে পাই। যদি সমুদ্র-তটে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের ফেনময় প্রবল তরঙ্গ-রাজি নিরীক্ষণ করি, সেখানেও তাঁহার রাজত্ব দেখি। যদি নদী-কূলের বৃক্ষ-চ্ছায়া হইতে নদীর লহরী-লীলা দেখি, সেখানেও তাঁহার আনন্দ-লীলা দেখিতে পাই। তিনি সকল দেশেতে সমান রূপে বিদ্যমান। তিনি

সকল কালে সমান রূপে বিদ্যমান। তাঁহার নিকটে তামসী নিশা, আর মধ্যাহ্ন দিবস, উভয়ই সমান। তিনি আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি শোভার আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর। সকলেই তাঁহার সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে ; তাঁর প্রভাবে প্রভাকর প্রভা দিতেছে—সুধাকর সুধা বর্ষণ করিতেছে—বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকার মধ্যে আলোক দিতেছে। তিনি এই জগতের জীবন ও আলোক। তাঁহাকে যদি আমরা না দেখিতে পাইতাম, তবে সকলি প্রভাহীন মলিন হইয়া থাকিত ; নক্ষত্র-তারা-খচিত অনন্ত আকাশও শোভাশূন হইত। তিনি বিনা এই জগৎ সংসার শূন্য-গৃহ, শূন্য-গৃহের শোভা কোথায়? সেই প্রকার আমারদের হৃদয়। তিনি বিনা এ হৃদয়, শূন্য হৃদয়। হৃদয় যদি তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ না থাকে, তবে সে শুষ্ক হৃদয় লইয়া কি হইবে? এই জগৎ-মন্দিরে যদি সেই দেব-দেবকে না দেখি ; এই হৃদয়-সিংহাসনে যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই ; তবে কেবলি বিষাদের অন্ধকার। বাহিরে বিষাদ, অন্তরে বিষাদ। তিনি বিনা তাবৎ জগৎই লক্ষ্য হীন, অর্থ হীন, তাৎপর্য্য শূন্য, শৃঙ্খলা রহিত। বরং পশু হওয়াও ভাল ছিল—মনুষ্যের মত উন্নত ভাব ধারণ করিয়া যদি তাঁহাকে না দেখিলাম, তবে এ জীবনে কোন ফল নাই। কিন্তু ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি আপনাকে দিয়া আমারদের সমুদায় আত্মাকে পূর্ণ করিতেছেন। আমারদের প্রীতি ভাব, কৃতজ্ঞতা ভাব, শ্রদ্ধা ভাব, মঙ্গল

ভাব, পবিত্র ভাব, সেই একের উপাসনাতে এ সকলি চরিতার্থ হইতেছে। যে স্থানে তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্রেরা সকলে মিলিয়া সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে পূজা করে, সেই স্থানই দেব-লোকের অনুরূপ। আমরা এ পৃথিবী হইতে তাঁহার সেই অমৃত নিকেতনে গিয়া সেখানে আর কি দেখিব? এই দেখিব "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে" সেই সকলের সম্ভজনীয় পবিত্র পরমেশ্বর মধ্যে আছেন, আর দেবতারা সকলে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আমরা হীন মলিন হইয়াও দেবতাদের সংসর্গে দেব-দেবের উপাসনা করিতে পাইব, এ আমা-রদের কেমন অধিকার! আমারদের আত্মা উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে গিয়া অবশেষে তাঁহারি ক্রোড়ে বিশ্রাম করিবে। এই রাত্রিতেই আমারদের আত্মাতে সত্যের ও মঙ্গলের যে বীজ পতিত হইল, সে বীজ কল্যই কি বিনাশ হইবে? ইহার সঙ্গে অনন্ত কালের যোগ। ইহাতে ঈশ্বরের করুণা-বারি সিঞ্চিত হইলে ক্রমে ইহা সারবান্ বৃক্ষ হইয়া তাঁহারি অভিমুখে উত্থিত হইবে এবং দেব-লোক হইতে দেব-লোকে আমার-দের সঙ্গে থাকিয়া ছায়া দান দ্বারা আত্মাকে শীতল ও পবিত্র রাখিবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার সৌন্দর্য্য যেন আমরা চির-দিন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি। তারা, বিভাকর, সুধা-কর, বিদ্যুৎ, তুমি এ সকল জ্যোতিরই জ্যোতি। তোমার জ্যোতিতেই এ জগৎ সংসার উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

তুমি আমারদের চক্ষুর জ্যোতি; তুমি আমারদের আত্মার জ্যোতি। তুমি জ্যোতির জ্যোতি; তুমি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য। তুমি যদি আমারদের আত্মাকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিতে চাহ, তবে অচিরাৎ তোমার দিকে লইয়া যাও। সংসার যাতনা আর সহ্য হয় না। তুমি আমারদের নয়নের সম্মুখে নিয়মিত প্রকাশমান থাক। যদি তোমা ছাড়া হই, তবে রবি শশী তারা আমার নিকটে শোভা-শূন্য হয়। হে হৃদয়েশ্বর! নিয়ত আমাকে তোমার সহচর অনুচর করিয়া রাখ। "ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চদশ ব্যাখ্যান।

---

৪ মাঘ ১৭৮২ শক।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

সেই সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্ব-লোক-পাতা পরমেশ্বরেরই প্রীতি-নয়নের উপর সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। এই সসাগরা পৃথিবী, এই অসীম আকাশের 'অযুত অগণ্য লোক' সকলেরই প্রতি তাঁর সেই প্রেম-দৃষ্টি। তিনি সমুদয় জগৎসংসারকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু এই অসংখ্য জীব জন্তুদিগের মধ্যে কাহার নিকট হইতে তিনি

প্রীতি চাহেন ? আর যত অচেতন সচেতন বস্তু আছে, তাহারা তাঁহাতে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারে না ; মনুষ্যই তাঁহার প্রীতিকে প্রীতি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে। তিনি আর সমুদয় জীবকে প্রীতি করিতেছেন ; কিন্তু তাহারদের নিকট হইতে পুনর্ব্বার চাহেন না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতেছেন যে পুনর্ব্বার সে তাঁহাকে প্রীতি করিবে। তিনি তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন এবং তাঁহা হইতে প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য কেবল এই জগৎ সংসারকে প্রীতি করিয়াই নিরস্ত নহেন ; কিন্তু বিশ্ব-বন্ধু যে পরমেশ্বর, তাঁহাকেও প্রীতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্যের নিকটে প্রীতি চাহেন, এই জন্য তাঁহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন—তিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রীতি করিবার সাধ্য হইতে পারে। মনুষ্যকে যদি এই প্রকার স্বাধীন ভাব না দিতেন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রীতি চাহিতে পারিতেন না। যাহারা প্রকৃতিরই অধীন, তাহারদের নিকটে তিনি প্রীতি চাহেন না। যাহারা স্বাধীন, যাহারা আপন ইচ্ছাতে প্রীতি দান করিতে পারে—তাহাদের নিকট হইতে তিনি প্রীতি চাহেন—তাহারাই মনুষ্য। আমারদের ইচ্ছা, চাই তাঁকে প্রীতি করি, চাই না করি—চাই তাঁর ধর্ম্ম পালন করি, চাই না করি। যদি এই প্রকার স্বাধীনতা না দিতেন, তবে কি আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারিতাম ? যদিও পারিতাম ; তথাপি সে প্রীতি প্রীতি-নামের যোগ্য হইত না। প্রীতি কি বাধ্যতার অধীন, না অনু-

রোধের অধীন ? প্রীতি কি মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা যায় ? দুর্ভাগ্য ক্রীত দাসকে কি আঘাত করিয়া প্রভু তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন ? স্বাধীনতা প্রীতির আশ্রয় ভূমি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, মনুষ্য তাঁহাকে প্রীতি করুক ; এই জন্য তিনি মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। তিনি আর আর সমুদায় বস্তুকে, সমুদায় জন্তুকে প্রকৃতির অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়া মনুষ্যকে ধর্ম্মের নিয়ম দিলেন। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতে বাধা করেন না। যে আত্মা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়াছে, যে আত্মা স্বাধীন, যে আত্মা মুক্ত, যে আত্মা মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ; তাহার নিকট হইতেই তিনি প্রীতি চাহেন। যে আত্মা পরাধীন, স্বীয় প্রবৃত্তিরই অধীন—যে আত্মা বিষয়-জালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়াছে ; যাহার এত টুকুও বল নাই, এত টুকুও স্বাধীনতা নাই যে আপনার এক টুকু প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গিয়া ধর্ম্মের মহান্ আদেশ পালন করে ; তাহার নিকট হইতে তিনি প্রীতি পাইতে পারেন না। আমরা তাঁহার প্রীতি, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব দেখিয়া অপনা হইতে যে প্রীতি তাঁহাকে দান করি, সেই প্রীতিই তিনি গ্রহণ করেন ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মের আবার এই প্রকার ভাব যে যখন আমরা ধর্ম্মেতে উন্নত হই, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাব-সকল গ্রহণ করি ; তখন প্রীতি আপনা হইতেই সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরে যায়। কখন্ যায় না ? যখন্ পশুবৎ আচরণ করিয়া হৃদয়ে মঙ্গল-ভাব

নির্ব্বাণ করি। আর যে আত্মা যথার্থ মুক্ত—যে বিষয়ের কুটিল মন্ত্রণা-সকল অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে—যে আত্মা ধর্ম্মেতে, মঙ্গল-ভাবে, উন্নত হইয়াছে; ঈশ্বর-প্রীতি ভিন্ন কি আর কোন স্বাদ তাহার মিষ্ট লাগে? সে তাঁহার প্রীতির জন্য সহস্র বিষয় সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে। সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার আর প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকা দূর হয়; প্রীতির আগমনে তাহার সকল প্রকার ভয় ও ব্যাকুলতার শান্তি হয়। সেই ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষের চিত্ত-ভূমিতে আত্ম-প্রসাদের বিশদ জ্যোৎস্না অবতীর্ণ হয়—সেই আলোকে যখন তিনি আবার পরমেশ্বরের মুখচ্ছবি দেখিতে পান; তখন তাঁর কত আনন্দ! একে আত্ম-প্রসাদের পবিত্র আলোক, তাহাতে ঈশ্বরের সেই বিমল মুখজ্যোতি; এই জ্যোতি সেই জ্যোতিতে একত্র হইয়া কি আশ্চার্য্য প্রভা প্রকাশ করে। এই প্রকার দর্পণের ন্যায় আত্মা যত পরিষ্কৃত হয়, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তাহাতে তত স্পষ্ট পড়ে। যখন আমারদের আত্মা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়; তখন সকলি সুধাময়; তখন জগৎ সংসার আর এক বেশ ধারণ করে; তখন কিছুই আর অপবিত্র নহে। এই জগৎ তাঁহারই মন্দির, সমুদয়ই তাঁর সত্তাতে পরিপূর্ণ।

যখন আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের অল্প অল্প বিষয়েই ব্যস্ত থাকি, তখনই এ সংসার আমারদের নিকটে ক্ষুদ্র ভাব ধারণ করে। ঈশ্বর

অপেক্ষা আর যাহাতে অধিকতর প্রীতি স্থাপন করি, তাহার জন্যই দুঃখ পাইতে হয়। প্রচুর ধন মান অর্জন কর, আপনার প্রভুত্ব বিস্তার কর—কীর্ত্তি প্রচার কর; ইহার কিছুতেই শান্তি পাইবে না। এক পলকের মধ্যে সংসারের সকলি যাইবে। সেই ব্রহ্ম-পরায়ণের কথা নিশ্চয় সত্য, যিনি বিষয়ানুরাগীকে বলেন; তোমার যে প্রিয়, সে মরণ শীল। সংসারে যদি ঈশ্বরকে সঞ্চয় কর, তবে চির জীবনের ধন সঞ্চয় করিলে। এ ধন পাইলে আর সকলি দেওয়া যায়। এ ধন পাইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। এ হইতে বিচ্যুত হইবার আর ভয় থাকে না। সকল কালে, সকল অবস্থায়, ইনি আমারদের সঙ্গে থাকেন। সেই চিরজীবন-সখা কখনই আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন; আমরা কি এমন অকৃতজ্ঞ হইব, যে তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করিব না? সংসার এমন কি বস্তু, যাতে আমারদের সকল প্রীতি সমর্পিত হইবে, এক টুকুও ঈশ্বরের জন্য রাখিতে পারিব না? সংসারের এমন কি আকর্ষণী শক্তি, যে সংসার আমারদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবে? সংসারের যে সুখ দুঃখ তাহা আমরা সকলেই জানি। সেই অকৃত অমৃত হইতে বিচ্যুত হইয়া এখানকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কি হইবে? সেই অনন্ত কালের সম্বল যে ধর্ম্ম, সেই নিত্য কালের উপজীবিকা যে পরমেশ্বর তাঁহাকে হারাইয়া আমারদের শান্তি কোথায়, আমারদের পরিত্রাণ কোথায়? এসো

আমরা সকলে মিলিয়া সেই প্রীতি-স্বরূপকে প্রীতি উপহার দিয়া জীবন সার্থক করি। আমরা সপ্তাহের মধ্যে এক দিনের জন্য যে এখানে একত্র হই, ইহার ফল কি এই এক দিনের জন্য? এখানে যাহা অর্জন করি, তাহা যাহাতে চিরদিন আমারদের সঙ্গে থাকে, এই আমারদের উদ্দেশ্য। এখানে তাঁহার প্রেম-মুখ এমন করিয়া দর্শন কর যে তাহার আভা আর ছয় দিন পর্যান্ত হৃদয়ে থাকে। এখানে তাঁহার প্রীতি-রস এত অধিক করিয়া পান কর যে আর ছয় দিবস তোমাকে শীতল রাখিতে পারে। আত্মার উন্নতিই আমারদের লক্ষ্য—দুই ঘণ্টা কালের ক্ষণ-স্থায়ী ভাবে কি হইবে? এই ভাব যদি তোমার কথাতে, কার্য্যেতে, প্রকাশ না পায়—এই ভাব যদি সাংসারিক দুঃখে তোমাকে উন্নত রাখিতে না পারে—এই ভাব যদি তোমারদিগকে এমন স্থানে রাখিতে না পারে, যেখানে পাপ-তাপের অধিকার নাই; তবে এখানে আসিয়া আর কি করিলে? ধর্ম্ম এক দিনের নয়—প্রীতি দুই ঘণ্টার কালের নয়—ঈশ্বর এ কালেরই ঈশ্বর নহেন। প্রতি দিনই আমারদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বলীয়ান্ হইতে হইবে, আত্ম-জিজ্ঞাসা করিয়া গূঢ় পাপ-সকল দূর করিতে হইবে, সংসারের সহিত প্রতি ক্ষণে সংগ্রাম করিতে হইবে, প্রীতি ও সাধুভাব প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকটে প্রতি দিন, প্রতি সন্ধ্যা, আমারদের হৃদয়-দ্বার মুক্ত করিতে হইবে—তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরজীবন থাকিতে হইবে। তাঁহাকে এখানে অর্জ্জন

করিলে সংসারে কোন ভয় থাকিবে না, কোন অভাব থাকিবে না। তাঁর মঙ্গল-চ্ছায়াতে আপনাকে নিরন্তর আচ্ছাদিত দেখিব। মৃত্যুর সময় বিদেশ হইতে স্বদেশে যাত্রার আনন্দ হইবে। সমুদয় হৃদয়, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, তাঁহাতে সমর্পণ কর। হে পরমাত্মন্! কত দিনে আমারদের সমুদয়, তোমাকে সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব।

ওঁ একমেবা দ্বিতীয়ং।

ষোড়শ ব্যাখ্যান।

---

২৫ মাঘ ১৭৮২ শক।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হবৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ভাব এখানে আমারদের কত উপার্জ্জন হইল; তাঁহার বিশুদ্ধ-স্বরূপ মনে কত প্রতিভাত হইল; তাঁহার সহিত সম্বন্ধের কত অনুভব হইল; এক বার তাহার আলোচনা কর। আমরা জানিয়াছি যে যিনি আমারদের ঈশ্বর, তিনি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ।" তিনি এমন কোন বস্তু নন, এমন পিতা নন যে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারিনা; তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারি না; তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি না। তিনি এমন কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য স্থানে নাই যে আমরা তাঁহার সিংহাসনের সমীপ বর্ত্তী হইতে পারি না। কিন্তু

আমরা দেখিয়াছি যে যাঁহার উপাসনার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হই; তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই বাস করিতেছেন, আমারদের প্রীতি-পুষ্প গ্রহণ করিতেছেন, আমারদের প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিতেছেন। এই সত্য আমারদের আত্মাতে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়াছে। আমারদের যিনি ঈশ্বর, তিনি চিরকালের ঈশ্বর। পূর্ব্বে এক কালে যখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, কিছুই হয় নাই, এক নিবিড় অন্ধকার মাত্র প্রসারিত ছিল; তখন কেবল সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বর অনন্তরূপে বিরাজমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলি হইল। বীজ হইতে যেমন ব্রীহি যবাদি হয়, সে প্রকার কোন অন্ধ শক্তি হইতে জগৎ হয় নাই; কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ প্রাণ-স্বরূপ ইচ্ছাবান্ পরম পুরুষ হইতে এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁর সেই ইচ্ছার এখনো বিরাম হয় নাই—কিন্তু সেই ইচ্ছা-স্রোত অদ্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। তিনি সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। তাঁহার ইচ্ছাতে সকলি উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকলে স্থিতি করিতেছে। আমরা এখান হইতে ইহাঅপেক্ষা আর এক অমূল্য সত্য জানিয়াছি। এই যে তিনি আর সকলকে আশ্রয় দিতেছেন, সমুদয় জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু মনুষ্যের নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রীতি চাহেন। সকলে তাঁহার প্রীতি-দৃষ্টির উপর চলিতেছে, কিন্তু তাহাদের নিকটে প্রীতি চাহেন না; মনুষ্যের নিকট হইতেই প্রীতি গ্রহণ

করিতেছেন। আমারদের সঙ্গে তাঁহার এই বিশেষ সম্বন্ধ। এখানকার আর আর জীব জন্তুদের মধ্যে এ সম্বন্ধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি যেমন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যাহাতে তাঁহাকে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এ প্রকার অধিকার দিয়াছেন। সেই অধিকার আমারদের স্বাধীনতা। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া প্রীতি করিবার সাধ্য দিলেন। তিনি আমারদের আত্মাকে ধর্ম্মেতে উন্নত করিলেন মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন করিলেন যে আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাব-সকল দেখিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে প্রীতি করি। এই আমারদের সকল অধিকারের প্রধান অধিকার, এই আমারদের সমুদয় জীবনের পরম লক্ষ্য। সেই প্রেম-স্বরূপ যখন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যেন প্রীতির সহিত সমুদয় আত্মা তাঁহাতে সমর্পণ করি। হৃদয়কে পবিত্র করিয়া—মনের কলঙ্ক ও মলিনতা দূর করিয়া—আত্ম-প্রসাদকে উজ্জ্বল করিয়া সেই পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরকে প্রীতি কর। তিনি আমারদের প্রীতি পাইবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। বালকের নিকট হইতে পিতা যেমন প্রীতি চান এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করেন, পরমেশ্বর সেই রূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন; কখন্ আমরা পবিত্র হইয়া, তাঁর প্রীতিতে শীতল হইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব। তিনি অপেক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা আপনা হইতে তাঁহাতে প্রীতি সমর্পণ করিব,

কখন্ তিনি আমারদিগকে আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিবেন। প্রীতি আমারদের সর্ব্বস্ব ধন। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরকে পিতৃ-ভাবে দেখে—মনুষ্যকে তখন ভ্রাতৃ ভাবে আলিঙ্গন করে। সেই প্রীতি যে কার্য্যের কারণ হয়, তাহা পবিত্র। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরের সংস্রবে বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে আইসে, তখন তাহা সকল স্থানকেই মঙ্গল-নীরে অভিষিক্ত করে। আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি করিব না ? যাঁর প্রীতির ছায়াতে আমারদের চির কাল থাকিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কি আমরা উদাসীন থাকিব ?

জড় জগতের সঙ্গে তাঁর যে প্রকার সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাহা হইতে তাঁর আর এক বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের আশ্রয় যেমন ইহার ভিত্তি-ভুমি—এই আলোকর আশ্রয় যেমন বায়ু ; পরমেশ্বর তেমনি সকল আশ্রয়ের আশ্রয়। যেমন পত্তন-ভূমি ভিন্ন এই গৃহ থাকিতে পারে না, বায়ু ভিন্ন আলোক থাকিতে পারে না ; সেই রূপ ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন আমরা কেহই থাকিতে পারি না। " যেমন পক্ষী-সকল তাহারদিগের বাস-স্থান বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে, তদ্রূপ এই সকলই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে "। সাধারণ-রূপে তাঁহার সঙ্গে সকলের এই সম্বন্ধ—তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। আমার সঙ্গে এ অপেক্ষাও উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁর সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত। আ-

মরা, তাঁহার সেই প্রকার আশ্রিত ; যেমন রাজার আশ্রিত প্রজা, যেমন প্রভুর আশ্রিত ভৃত্য। আমরা তাঁহার চির কালের দাস, চির কালের প্রজা, চির কালের সন্তান। তিনি আমারদের পিতা মাতা ও প্রভু। স্বাধীন হইলে অন্য স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতে বাধ্য করেন না। আমারদের ধর্ম্ম-প্রকৃতি সে প্রকার বাধ্যতার অধীন নহে। তিনি ভয় দেখাইয়া আমারদের প্রীতি আকর্ষণ করেন না ; কিন্তু প্রীতি দিয়া প্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি আদেশ করিতেছেন, উন্নত হও, আত্মাকে ধর্ম্মেতে বলীয়ান্ কর—হৃদয়কে মঙ্গল-ভাবে পূর্ণ কর এবং আমার নিকটে আসিয়া শান্তি লাভ কর। কিন্তু তাঁহার এই মহান্ আদেশ আমরা সকল সময়ে পালন করিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি, আমরা অতি দুর্ব্বল ; আপনার উপরেই নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারি না। আপনার বুদ্ধি-বলে, আপনার পুণ্য-বলে, আমরা জীবনের সেই পরম লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে পারি না। যখন আপনাকে এই প্রকার ক্ষীণ হীন মলিন মনে হয় ; তখন স্বভাবতই আমারদের সর্ব্বাশ্রয় পিতাকে আহ্বান করি, তখন তাঁর প্রতি আমারদের আত্মার সমুদয় নির্ভর যায়, তখন আপনাকে নিতান্ত অনন্যগতি জানিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি। তখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, আমারদের ক্রন্দন যায়। তখন দেখিতে পাই, তিনিই আমাদের

আশা, তিনিই আমাদের ভরসা, তিনিই আমারদের নির্ভরের স্থান। তখন কাহারো উপদেশের অপেক্ষা করি না, আমরা আপনা হইতেই বলিতে থাকি " সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন।" তখন আপনা হইতেই তাঁহার হস্তে আমারদের সকলই সমর্পণ করি। সেই যে সময়ে আমারদের সমুদয় নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, শ্রদ্ধা, সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পিত হয়; তখনকার ভাব আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না—সমুদয় জগৎ সংসার সে-ভার ধারণ করিতে পারে না। সেই আন্তরিক নির্ভরের ভাবের প্রকাশ তাহই উপাসনা। যখন দেখিতে পাই; আমি তাঁহার আশ্রিত, তিনি আমার আশ্রয়-দাতা; আমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্—যখন আমারদের সকল অভাব মোচনের জন্য তাঁর প্রতি দৃষ্টি করি—তখন আমারদের সেই গূঢ় গভীর ভাব উপাসনাতে ব্যক্ত হয়। তখন আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা উদয় হয়; " অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।"

তাঁর উপাসনাতে আমারদের জীবনের আরম্ভ, তাঁর উপাসনাতেই এ জীবনের অনন্ত জীবন। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহার উপাসনা করি—ভূতকাল স্মরণ করিয়া তাঁর উপাসনা করি, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁর উপাসনা করি। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা জানিয়া, পরম পূজনীয় দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ভক্তি ও

শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আরাধনা করি। অতীত কালে তাঁহার অজস্র প্রসাদ উপভোগ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করি। ভবিষ্যতে পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা চির কালই তাঁহার আ-রাধনা করিব—তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, দিন দিন অধিক ধারণ করিয়া উন্নত ভাবে তাঁহাকে পূজা করিব। চির কালই তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিব, তাঁহাতে নির্ভর করিয়া বল বীর্য্য পুণ্য-ভাব তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। দিন দিন তাঁহার নূতন নূতন করুণার বর্ষণ পা-ইয়া কৃতজ্ঞতাকে দিন দিন উজ্জ্বল করিব। তাঁহার এই প্রকার উপাসনা আমরা প্রতি সপ্তাহেই এখানে শিক্ষা করি। হে পরমাত্মন্! আমারদিগকে এই প্রকার শিক্ষা দেও, যাহাতে তোমার উপাসনাতে দিন দিন উন্নত হইয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অষ্টাদশ ব্যাখ্যান।

১৭ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে সমুদয় জগতের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—সেই যে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ—তাহা সমুদয় জগতের সঙ্গে

আমারদের সঙ্গে সমান। আমারদের সঙ্গে পরমেশ্বরের সঙ্গে ইহা অপেক্ষা যে গাঢ়তর উচ্চতর গুরুতর নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা অন্য কাহারো সঙ্গে নাই ; সেই সম্বন্ধ থাকাতেই তাঁহার এই উপাসনা-মন্দিরে আমরা সকলে সম্মিলিত হইতেছি। সকলেই তাঁহাতে রহিয়াছে—তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে ; তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না, কিছুই থাকিতে পারে না। এখানে এই প্রাচীর, এই স্তম্ভ, তাঁহারই আশ্রয়ে রহিয়াছে ; কিন্তু এই আশ্রয়-ভাব ইহারা কিছুই জানে না। এই সম্বন্ধ তিনি মনুষ্যকেই জানিতে দিয়াছেন। মনুষ্যের নিকট হইতে তিনি পূজা চান, প্রীতি চান। সেই প্রেমাস্পদ ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান। তিনি আমারদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পুষ্প সকল বিকশিত করিতেছেন ; আমরা তাহাই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতেছি। তিনি কহিতেছেন, আমাতে আত্মা ও মন সমর্পণ কর, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে অর্চ্চনা কর, আমাকে নমস্কার কর। তিনি যাহা চাহিতেছেন, আমরা তাহা প্রদান করিতেছি এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমারদের কি অদেয় আছে ? আমরা আপনাপনি কিছুই পাই নাই ; যাঁহা হইতে সকল পাইয়াছি, তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সঙ্কোচ কি ? তাঁহার নিকটে আপনার পশু-ভাব-সকল বলিদান দেও, আপনার প্রীতি-ভাব উন্নত করিয়া

তাঁহার চরণে অর্পণ কর। হৃদয়ের কণ্টক-সকল উৎপাটন কর; হৃদয়ের পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত করিয়া প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরকে গন্ধ দান কর।

আমরা যাঁহাকে পূজা করিবার জন্য এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি, আমারদের প্রতি তাঁহার কি উদাসীন ভাব? আমারদের প্রতি তাঁহার উদাসীন ভাব নহে। তিনি কেবল আমারদের মূক সাক্ষী নহেন। তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন এবং সঙ্গে থাকিয়া আমারদের শুভ কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তিনি এখনি আমারদের প্রীতি ভক্তি-সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন। তিনি আমারদের মনে পবিত্র চিন্তা সকল উদ্দীপন করিতেছেন; মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের স্বাধীনতা সবল করিতেছেন, ধর্ম্ম উন্নত করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই প্রকার নিগূঢ় সম্বন্ধ। যখন জানিতেছি, তিনি আমার উপর তাঁহার প্রীতি অজস্র বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার অমোঘ সাহায্য অবিরত প্রেরণ করিতেছেন; তখন কি আমারদের সমুদয় প্রীতি ও বিশ্বাস তাঁহাতে সমর্পণ করিব না? হে সাধু যুবা! তুমি পাপকে পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার কি কেহ উৎসাহদাতা নাই! তুমি আপনাকে দুর্ব্বল দেখিতেছ; আপনার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছ; তোমার যে উচ্চ লক্ষ্য-স্থান, তত দূর আরোহণ করিবার সামর্থ্য বুঝিতেছ না; কিন্তু কিছুতেই নিরাশ হইও না। ঈশ্বর তোমার মর্ত্ত্য দেহে স্বর্গীয় বল প্রেরণ

করিতেছেন, তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে পাপ তাপ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছেন। আমরা সকলেই সেই অমৃত নিকেতনের যাত্রী—তাঁহার শরণাপন্ন হইলে পথের কোন বিঘ্ন আমারদিগকে বাধা দিতে পারিবে না।

যখন আমরা অভয়-দাতা পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছি, তখন আমারদের কি ভয়। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদিগকে ত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আপনার আপনার ক্ষুদ্র বলের উপরেই আমারদের সকল নির্ভর রাখিয়া দেন নাই; তিনি আমারদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান নাই যে একবার পতিত হইলে আর আমরা তাঁহাকে ডাকিতে পারিব না। এ প্রকার হইলে এমন স্বাধীনতা আমারদের না হওয়াই ভাল ছিল। এ প্রকার হইলে পাপীর আর আশা থাকিত না; উদ্ধারের আর উপায় থাকিত না। আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদের সঙ্গে থাকিবার তাঁহার আরো অধিক প্রয়োজন। এ হেতু বাস্তবিকও তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং আমরাও তাহা সময়ে সময়ে অনুভব করিতেছি। পিতা তাঁহার সন্তানকে পদ-চালনা শিক্ষা দিবার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকেন যে একেবারে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর অভিমুখ না হয়। শিশু যখন আপনার বলেই চলে, তখন ভয়ে ভয়ে থাকে; যখন পিতার হস্ত পায়, তখনই

সাহস পায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের সেই প্রকার ভাব। তিনি আমারদিগকে সংসার-ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন যে সাংসারিক বিঘ্ন বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমরা বলীয়ান্ হইব; কিন্তু তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন যে একেবারে এমন পতিত না হই যে আর কখন উদ্ধার হইতে না পারি। তিনি কখনো আমারদের সাধু চেষ্টাতে উৎসাহ দিতেছেন, কখনো আপনার রুদ্র মুখ দেখাইয়া আমারদিগের পাপ-প্রলোভন দমন করিতেছেন; কখনো উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া আমারদের চরিত্র শোধন করিতেছেন। এই প্রকার তিনি আমারদের আত্মাতে থাকিয়াই আমারদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন; যখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, তখনই তাঁহার নিকট হইতে বল আইসে। তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই আধ্যাত্মিক নিগূঢ় সম্বন্ধ।

হে আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বর! আমি মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমার আত্মাতে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, তুমি আমার হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর, তুমি আমাকে তোমার ইচ্ছার অনুগামী কর। হে দেব! আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ঊনবিংশ ব্যাখ্যান।

---

২৪ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

আমরা বাহিরের বস্তুতে পরমেশ্বরের সুন্দর মঙ্গল রূপ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই; অসীম আকাশে তাঁহার মহান্ ভাব প্রচারিত দেখি। নদীর লহরীতে তাঁহার আনন্দ লীলা, সমুদ্র-তরঙ্গে তাঁহারই শক্তি, সূর্য্য-কিরণে তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। আবার যখন আপনার অন্তরে দেখি, তখন আপনার হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার মঙ্গল, লীলা প্রত্যক্ষ দেখি। যখন আমরা হৃদয়েশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি তখন তাঁহার প্রীতি তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, কি উজ্জ্বল হইয়া উঠে! তিনি আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, হৃদয়ের প্রিয় ধন। আমরা যেন আমারদের হৃদয়কে লৌহ কবাটে বেষ্টিত না করি—হৃদয়ের স্বামীকে হৃদয়-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত না করি। ঈশ্বরের সুরম্য নিকেতনে ঈশ্বরকে আসিতে দেও, হৃদয়-রাজ্যে হৃদয়ের রাজাকে স্থাপন কর। সকল বৃত্তিকে তাঁর অনুচর করিয়া তাঁহার পরিচারণা কর। জগতের মধ্য স্থানে পরমেশ্বর আছেন; আর তাঁহার চতুর্দ্দিকে নক্ষত্র, গ্রহ, তারা, সুশৃঙ্খল সুন্দর নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে; সেই রূপ আমরা যখন হৃদয়েশ্বরকে

আমারদের হৃদয়-রাজ্যে স্থান দিই, তখন মনের সমুদয় বৃত্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। প্রভু যখন তাঁহার গৃহে আইলেন, তখন তাঁহার সেবাতে কেন না আমরা নিযুক্ত হইব? যাঁর ধন আমরা ভোগ করিতেছি, তাঁহাকেই তাহা অর্পণ করিয়া কেন না আমরা বীতশোক হইব? তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া কেন তাঁহার আদেশ হেলন করিব? তাঁহার জন্য যে কার্য্য করি, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও মহান্ ও পবিত্র। আমরা যদি তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া কোন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে এক বেলারও অন্ন দিতে পারি, তথাপি সেই কার্য্য মহান্; আর আপনার যশ ও মান ও স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য যদি সহস্র লোককেও প্রচুর অন্ন বস্ত্র দান করি, তবে তাহা অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম। তাঁহার অধীনে থাকিয়া যে কিছু কার্য্য করি; তাহা অক্ষয় কার্য্য, তাহার ফল অনন্ত ফল। বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থাপন কর, প্রাণ-পণে তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও, তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিতে পাইবে।

আমরা ঈশ্বরের জীব, আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা ঈশ্বরকে প্রদান করি, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না। প্রীতি পূর্ব্বক, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক, আন্তরিক ইচ্ছার সহিত যে পূজা তাঁহাকে অর্পণ করি, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। আমরা মনের সহিত আপন ইচ্ছাতে তাঁহার যে মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন

করি, তাহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতা আমারদের গুরুতর অধিকার। আর সমুদয় জগৎ যন্ত্র, ঈশ্বর তাহার যন্ত্রী। মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিয়া যেন তাহাকে তিনি আপনা হইতে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য; বায়ু, বৃষ্টি; শীত বসন্ত; সকলই তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেছে, কেহই তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিয়া এক পদও চলিতে পারে না। মনুষ্য অনায়াসে তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া চলিতেছে, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিতেছে, আপনার উপরে মলিনতা সঞ্চয় করিতেছে। আমারদের স্বাধীনতার ফল কি এই হইল যে আমরা দুর্গতিই প্রাপ্ত হইব? পরম পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই কাল যাপন করিব? এ কি বিপরীত ভাব! আপাতত এ প্রকার মনে হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক ইহার নিগূঢ় অর্থ আছে। ঈশ্বর আমারদিগকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করিলেন যে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। তিনি আমারদের নিজস্ব অধিকার দিলেন যে আমরা আপনারা তাঁহাকে আমারদের সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহাকে লাভ করিব। এক বার তাঁহা হইতে দূরে না থাকিলে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাওয়া হয় না। আমার যদি এমন কিছুই না থাকে, যাহাতে আমার স্বত্ব বোধ হয়, যাহাকে আমি আপনার বলিতে পারি, তবে ঈশ্বরকে কি প্রদান করিব? ঈশ্বর আমারদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে আপ-

নার অধিকার বোধ হইলে পরে আমরা আপনার ইচ্ছাতেই ঈশ্বরকে বলিতে পারি " তোমা হইতে আমি সকলই পাইয়াছি, তোমাকেই তাহা পুনর্ব্বার প্রদান করিতেছি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। যেমন জগতের রাজা হইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে শাসন করিতেছ, আমার হৃদয়ের অধিপতি হইয়া আমাকে সেই প্রকার অনুগত কর; আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার অধীন করিয়া লও।" ঈশ্বরকে আমরা এইরূপ বলিতে পারি এবং তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক আমারদের সকল দিতে পারি; এই আমারদের স্বাধীনতা। এখন আমারদের জ্ঞান তৃপ্ত হইল; আমরা জানিলাম, স্বাধীনতা আমারদের কি অমূল্য অধিকার। আমরা অন্ধ জড় নহি, অকাট্য ভৌতিক নিয়মেরই অধীন নহি; আমারদের আত্মার নিয়ম জড়ের নিয়ম হইতে অধিক, তাহা ধর্ম্মের নিয়ম। আমরা যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, যাহা পবিত্র, তাহা দেখিতে পাই এবং সত্য মঙ্গল পবিত্রতার আয়তন পরমেশ্বরের সহিত আমারদের যে সম্বন্ধ, তাহা কেহই বিনাশ করিতে পারে না। আমারদের আত্মার যে শক্তি তাহা জগতের সকল শক্তি হইতে বলীয়ান্; সেই শক্তির প্রভাবে আমরা সকল অবস্থা, সকল ঘটনার বিপক্ষে ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে অনুরক্ত থাকিতে পারি; আমরা ঈশ্বরের হস্তে আমারদের হৃদয়, মন, আপন ইচ্ছাতে সমর্পণ করিতে পারি। আমরা স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হই, কিন্তু স্বাধীন হইয়া আপন চ্ছাতে তাঁহার অধীন ও ধর্ম্মের অধীন হইলে তাঁহার

সহিত সম্মিলিত হই ; তাঁহার সহিত তাহাতে আমারদের গাঢ়তর উচ্চতর সম্বন্ধ নিবন্ধ হয়। তিনি সমুদয় জড় জগতের যন্ত্রী ;—কিন্তু আমারদের পিতা। তিনি জগতের আশ্রয়, তাহা হইতেও অধিক রূপে আমারদের আশ্রয়। আমরা তাঁহার যত নিকটে, এই জড় জগতের কিছুই তাঁহার তত নিকটে থাকিতে পারে না; কিন্তু আমরা তাঁহার এত নিকটে থাকিয়াও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আরও নিকটবর্ত্তী হইতেছি এবং তাঁহার আরও অধিকতর আশ্রয় লাভ করিতেছি। তিনি আর সকলকে প্রীতি করিতেছেন, আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদিগকে স্বাধীন করিয়াছ, আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না—তোমার উপরেই আমারদের সকল নির্ভর; তুমিই আমারদের সহায়, সম্পত্তি ; তুমিই আমারদের পিতা, সুহৃৎ। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; আমাকে তোমার সুন্দর প্রসন্ন মুখ দেখাও—তোমার প্রীতিতে আমাকে পবিত্র কর—ইচ্ছাকে এই প্রকার বলবতী কর, যেন চির জীবন তোমার মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিংশ ব্যাখ্যান।

৮ চৈত্র ১৭৮২ শক।

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যদি তোমাদের এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি সংসার-পার সেই অভয় ব্রহ্ম-পদ লাভ করিবার বাসনা থাকে ; তবে সেই মহানের প্রতি লক্ষ্য কর। এখন অবধি সেই ভূমা পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ-রূপে আপনাকে সমর্পণ কর। জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার মহান্ সত্য ভাব ধারণ কর ; প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া সেই প্রেম-স্বরূপে অর্পণ কর ; ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন কর। সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার শরণাপন্ন হও। আমরা শরীর মন আপনা আপনি পাই নাই। আমারদের যাহা কিছু স্বত্ব, যাহা কিছু অধিকার, তাহা সেই পরমেশ্বর হইতে পাইয়াছি ; স্বাধীনতা যে আমারদের এমন অমূল্য অধিকার তাহাও তাঁহার দান। আমরা এক্ষণে কি করিব ? আমরা কি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এবং আপনার ক্ষুদ্র ভাবেই নিমগ্ন রহিয়া দিবা-নিশি শোক করিতে থাকিব ? না ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রীতির সহিত ঈশ্বরকে আমারদের সমুদয় সমর্পণ করিয়া অদীন-সত্ত্ব হইব ? অল্পেতে আমারদের সুখ নাই ; সংসার আমারদের আত্মাকে পূর্ণ করিতে পারে না। আমরা মৃগ-তৃষ্ণিকাবৎ সাংসারিক সুখের

পশ্চাৎ ধাবিত হই ; এমন এক বিন্দুও জল পাই না, যাহাতে আমারদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সংসার হইতে বার বার আঘাত পাইয়া অবশেষে সেই অমৃতের সঙ্গে সম্মিলিত হই, দুঃখেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সেই সুখসাগরে গমন করি। প্রতি দিনের পরীক্ষাতে আমরা জানিতেছি, অল্প বিষয়ে সুখ নাই, এখানকার সকল সুখ দুঃখ-রূপে পরিণত হইতেছে। যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই, সে শত্রুর রূপ ধারণ করে। এই সংসার সুখের স্থান নহে। ঈশ্বর এ সংসারকে সুখের স্থান করিয়া দেন নাই। তিনি আমারদিগকে এখানে রাখিয়া দিয়াছেন যে আমরা এখানে শিক্ষিত হই, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হই। এখানে বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রতি পদ অগ্রসর হইতে হইবে ; কিন্তু সংগ্রাম করিব কাহার বলে ? যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি করি, তখন দেখি, আমি অতি দুর্ব্বল। যখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর যায়, তখন সকল বল ও সাহসের আকর স্থানে উপনীত হই। সুখ সম্পদের ন্যায় দুঃখ ক্লেশও ঈশ্বরের দিকে যাইবার জন্য আমাদের সহায় হইতেছে, অমারদের অশ্রু-জলেও আত্মা বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের অভিমুখে উন্নত হইতেছে।

ঈশ্বরেতে আপনার সমুদয় সমর্পণ কর, জ্ঞানেতে প্রীতিতে ইচ্ছাতে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। আপন ইচ্ছায় যদি ঈশ্বরকে সমুদয় দান করিতে না পারিলাম; তবে আমারদের স্বাধীনতার

প্রয়োজন কি ? এক সময়ে আমারদের এ সকল পরি-ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে ; এক সময়ে সংসারের নিকটে, সংসারের ধন ঐশ্বর্য্যের নিকটে, বিদায় লই-তেই হইবে। এখন জীবিত আছি, যেমন নিশ্চয় ; দিন কতক পরে চলিয়া যাইব, তেমনি নিশ্চয়। কতক দিন পরে আমার এই বাক্য নিরোধ হইবে ; এই হস্ত অসাড় হইয়া পড়িবে। আমি আপনার ইচ্ছায় ঈশ্বরের জন্য যাহা কিছু ত্যাগ করিতে পারিলাম না, মৃত্যু তাহা আমার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইবে। অত-এব সতর্ক হও। ঈশ্বর হইতে যে কিছু অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা সকলই তাঁহাকে অর্পণ করিয়া অনন্ত ফল লাভ কর ; আপনার অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর বস্তু-সক-লের বিনিময়ে অমূল্য ও অক্ষয় ধন লাভ কর। প্রাণ থাকিতে থাকিতে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব আপনা হইতে তাঁহা-তে সমর্পণ কর। এই জীবন তাঁহার হস্তে রাখিয়া দি-লে ইহা অমূল্য জীবন, অক্ষয় জীবন, হইয়া রহিল। তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন ত্যাগকে কি আমারদের ত্যাগ বোধ হইবে ? যদি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আনন্দ লাভ করিতে পারি, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করি-তে পারি, তবে তাহা করিতে কি আমরা সঙ্কুচিত হইব ? আমারদের হৃদি-স্থিত কামনা-সকল সংসারের এই সক-ল ক্ষুদ্র বিষয়ের সহিত এ প্রকার জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে তাহা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না ; কিন্তু এক বার যখন আমারদের নিকটে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়—এক

বার যথন তাঁহার মঙ্গল ছায়াতে থাকিতে পাই, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সকল শিথিল হইয়া পড়ে; তখন তাঁহার জন্য ত্যাগ করা কেমন সহজ বোধ হয়। তখন মনে হয়, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য সর্ব্বস্ব দেওয়াও কিছুই নহে। তখন সংসারের ক্ষুদ্র ভাব আমারদের নিকটে প্রকাশ পায়; তখন ঈশ্বরকে বলি, তোমাকে কেমন করিয়া চির দিন হৃদয়ে রাখিয়া দিব। তুমি আমার সকলি গ্রহণ কর, আমাকে তোমার নিকটে রাখিয়া দেও। কিন্তু আমরা এ প্রকার হীন-স্বভাব যে পর ক্ষণে আবার সংসারের আকর্ষণে মুগ্ধ হই, ঈশ্বরের সেই সকল মহান্ ভাব অন্তর হইতে চলিয়া যায়, আবার তাঁহা হইতে দূরে পড়ি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা এই সত্য জানিয়াছি যে আমারদের যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বর কখনই আমারদের প্রতি বিমুখ হয়েন না। হে সাধু যুবা! তুমি কেন এ প্রকার আক্ষেপ করিতেছ; আপনাকে দুর্ব্বল দেখিয়া কেন এত বিষণ্ণ হইতেছ? কখনই নিরাশ হইও না। যদি যথার্থই তোমার আপনাকে সংশোধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তোমার যাহা সাধু ইচ্ছা, ঈশ্বরেরও তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার এই ইচ্ছা যে তাঁহার প্রতি সন্তান ধর্ম্মেতে পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হউক। তিনি আপনিই তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের হৃদয়ে জীবন ও পবিত্রতার স্রোত সঞ্চারিত করিতেছেন। আমরা আপনারা যদি আমারদের হৃদয়কে লৌহ কবাটে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে দূরে না

রাখি ; তবে নিশ্চয় জান, তিনি কখনই দূরে থাকিবেন না। তাঁহাতে আপনার হৃদয়, মন, সমুদয় সমর্পণ কর—সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাও, অবশ্যই তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন। পিতা কি পুত্রকে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন ? যদি চান, আমরা সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি কি সেই হৃদয়ের প্রীতি-অগ্নিকে শীতল বারি দিয়া নির্ব্বাণ করিবেন ? আমরা তাঁহার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করিলে তিনি কি আমারদিগকে সাহায্য দিবেন না ? আমরা পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার হইতে চাহিলে তিনি কি আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার করিবেন না ? আমরা তাঁহার নিকটে অশ্রুপাত করিলে তিনি কি সান্ত্বনা বাক্যে আমারদের অশ্রু মোচন করিবেন না ? আমরা তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে তিনি কি আপনার মুখ-জ্যোতি দেখাইয়া আমারদের ব্যাকুলতা শান্তি করিবেন না ? এমন কখনই হইতে পারে না। আমরা যদি তাঁহার নিকটে এক পদ অগ্রসর হই, তিনি সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন করেন। আমারদের নিকট হইতে যদি কণা মাত্র প্রীতি পান, তিনি আপনার উদার প্রীতি অজস্র-রূপে বিতরণ করেন। আহা ! সরল হৃদয়েতে তাঁহার প্রীতি-সুধা তিনি কি প্রচুর-রূপে বর্ষণ করেন। এস, আমরা সকলে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া উপনীত হই, হীন মলিন ভাব-সকলকে উচ্ছিন্ন দিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। তাঁহাকে

বলি, হে জীবনের জীবন। জ্যোতির জ্যোতি! তোমার প্রসন্ন মুখ আমারদিগকে দেখাও। আমারদের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, আর আমরা তোমা হইতে দূরে যাইবে না; আর আমরা তোমাকে হৃদয়ের অন্তর করিব না; এখন অবধি আমরা আমারদের হীন মলিন ভাব-সকল পরিত্যাগ করিতেছি—সম্পূর্ণ রূপে তোমার অধীন হইতেছি। তোমার প্রসন্নতা প্রাণপণে রক্ষা করিব; তোমার মঙ্গল ভাব হৃদয়ে ধারণ করিব; সংসারের আকর্ষণে আর ভুলিয়া থাকিব না। তোমার প্রতি প্রতিদিন উন্নত হইব; তোমার চক্ষের সমক্ষে জীবন ধারণ করিব; তোমারই হস্তে জীবন সমর্পণ করিব। তুমি আমারদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

একবিংশ ব্যাখ্যান।

---

১৫ চৈত্র ১৭৮২ শক।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আবাস্য হইয়া রহিয়াছে, অল্প কি বৃহৎ যাহা কিছু সকলই তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে; জড়েতে তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন, আত্মার সঙ্গে তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তাঁ-

হার অভাবে জড়ের সমুদয়ই বিলুপ্ত হয়; তাঁহার অভাবে মনের চিন্তা দূর হয়—হৃদয়ের প্রীতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়—আত্মার জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সত্তাতেই আমারদের সকলের সত্তা। তিনি জীবন্ত-রূপে আমারদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমরা জীবিত রহিয়াছি। আমারদের ঈশ্বর কি শূন্য ঈশ্বর? যাঁহার অভাবে আমারদের আত্মার জীবন শুষ্ক হইয়া যায়, তাঁহাকে কি আমরা জীবন্ত-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না? তিনি কি আমারদের মনের কল্পনা মাত্র? তিনি শূন্য ঈশ্বর নহেন, তিনি আমারদের মনের ভাব নহেন, তিনি গুণ মাত্র নহেন; তিনি কেবল জ্ঞান কি শক্তি নহেন—গুণ কদাপি বস্তু ভিন্ন থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর পরম বস্তু; তিনি জ্ঞান-শক্তি-সমন্বিত, মঙ্গল-ভাব-সমন্বিত পুরুষ। তিনি সত্তার আশ্রয় ভূমি, তিনি আত্মার প্রতিষ্ঠা, তিনি আমার আশ্রয়। তাঁহা অপেক্ষা আর কাহার সঙ্গে আমার জীবিত সম্বন্ধ? তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত; কিন্তু তাঁহার জন্য হৃদয়ের শত শত জ্ঞান-দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। সেই পরম পিতা—তিনি এখানেই আছেন, তিনি আমারদের অন্তরেই রহিয়াছেন। আকাশ তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। আমারদের শরীরে যেমন আত্মা ওতপ্রোত হইয়া আছে; এই জগৎ সংসারে তিনি সেই প্রকার ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আমারদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন; তিনি স্বয়ং আমারদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যাঁর জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল ভাবে সমুদয় জগৎ পরিপূরিত, তিনি আবার আ-

মার অন্তরের অন্তর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মত নিকটের বস্তু আর আমার কেহই নাই। তাঁহার তুলনায় আর সকলই আমা হইতে দূর। তিনি আমারদের অন্তরে যে প্রকারে প্রবেশ করিতেছেন, আমারদের হৃদয়-বন্ধুও সে প্রকারে পারে না। আর আর সকলে শরীরের বাহিরে থাকিয়া আমারদের সঙ্গে আলাপ করে, তিনি আত্মার অন্তরে রহিয়াছেন। অন্য বস্তুর সঙ্গে আমারদের সঙ্গে আকাশের ব্যবধান রহিয়াছে, ঈশ্বর আত্মাতে পরি ব্যাপ্ত ও প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিরাকার হইলেন, তাহাতে কি? আমারদের শূন্য নিরাকার ভাবিতে হইবে না। আমি যখন আপনাকে জানিতেছি, তখন কি আপনাকে শূন্য দেখিতেছি। আমারদের আত্মা নিরাকার বলিয়া কি তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না? তবে আমারদের সমুদয় জীবনের আশ্রয়-দাতাকে কেন মনে করিতে পারিব না? আমারদের পরিমিত জ্ঞান কি সেই অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে না? আমারদের প্রীতি ভাব, মঙ্গল ভাব, কি সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র-স্বরূপ প্রেমময় পুরুষের দিকে আমারদিগকে লইয়া যাইতেছে না? আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে শিক্ষা পাইয়াছি যে আমারদের ঈশ্বর যিনি, তিনি অসীম অনন্ত। যিনি অসীম অনন্ত ও মহান্ হইলেন, তিনি কি আমারদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়কেও পূর্ণ করিতে পারেন না? তাঁহার মঙ্গল ভাব অসীম বলিয়া কি তাহা মঙ্গল ভাব নহে? আমরা কি তাঁহার কিছুই জানিতে পারি না—

তাঁহাকে পূজা করিতে পারি না? আমারদের প্রীতি কি আমরা শূন্যে অর্পণ করি? এ প্রকার হইলে ঈশ্বর আমারদের নিকটে থাকা না থাকা সমান হইত; বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। তিনি সমুদয় জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি আমারদের পিতা, তিনি সমুদয় আকাশের অতীত "পরআকাশাৎ" অথচ আমারদের প্রত্যেকেরই নিকটে আছেন; তিনি আমারদের নিত্য-সঙ্গী; যখনি আপনাকে দেখি, তখনি তাঁহাকে আপনার আশ্রয়-রূপে দেখিতে পাই। সূর্য্য হইতে দূরস্থ সূর্য্যে, নক্ষত্র হইতে দূরস্থ নক্ষত্রে, তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নহে; তাঁহার সুরম্য নিকেতন আমারদের হৃদয়ে। তিনি আমারদের জ্ঞানের পরম অন্ন। তিনি আমারদের চিরন্তন সত্য-ভাব-সকলের আশ্রয়-ভূমি। তিনি আমারদের অবিনশ্বর ধর্ম্ম-নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা।

পরমেশ্বর আমারদের হৃদয়ের ধন—তবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে ব্যবধান কি? আমরা আপনারাই ব্যবধান। আমারদের বিষয়-কামনা, বিষয়-লালসাই, ব্যবধান। আকাশের সঙ্গে যোগ হইলে যেমন দূর হয়, ঈশ্বর হইতে আমরা সে প্রকার দূর নহি, আমারদের স্বার্থপরতা, কুটিল-ভাব-সকলই, তাঁহা হইতে আমারদিগকে দূরে প্রক্ষেপ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই, পাপ-কলঙ্ক ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। আমরা আপনারা যদি অপবিত্র থাকি, তবে সেই পবিত্র পুরুষের

নিকটে যাইবার স্পৃহা হইবে কেন? তাঁহাকে পাইবার জন্য সে ব্যাকুলতা আসিবে কেন? আমরা পাপ-দোষে জঘনা, অতি দীন হইয়া মনে করি; ঈশ্বর বুঝি আমারদিগকে দেখিতেছেন না, হৃদয়ের অধীশ্বরকে হৃদয়ে দেখিতে পাই না। ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য যে যত্ন করিতেছেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতে চাও, তবে হৃদয়কে পবিত্র কর—অন্তরে যদি কোন গূঢ় পাপ পোষণ করিয়া থাক, তাহা দূর করিয়া দেও; এখনি তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর আমাদের কাহাকেও দূরে রাখিতে চাহেন না—তিনি নিয়তই অবসর দেখিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রসাদ তো আপনা আপনি আসিবে, কেন আমারদের যত্নের ত্রুটি হয়? তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য কতই যত্ন করিতেছেন, আমরা কেন তাঁহাকে হৃদয়-দ্বার খুলিয়া না দিই? আমরা তাঁহার প্রসাদ-বারির জন্য কেন প্রতীক্ষা করিয়া না থাকি? ব্যাকুল অন্তরে কেন না তাঁহাকে অন্বেষণ করি?

হা! আমরা সকল সময়ে মনে করি না, সেই পরম পিতা আমারদের জন্য কতই করিতেছেন। তাহা মনে করিলে কখনই তাঁহাকে এ প্রকার ভুলিয়া থাকিতাম না। দেখ, কোথায় তিনি সকল জগতের রাজা, অচিন্ত্য অসীম পুরুষ, আর আমরা এখানকার এই হীন মলিন জীব; আমারদিগকেও তিনি বিস্মৃত নহেন। আমরা তাঁহার

করুণার কোন রূপেই যোগ্য নহি। তিনি আমারদের জন্য এত করিতেছেন, আমরা তাঁহার জন্য কি করিতে পারিতেছি? তিনি আমারদের নিকট আর কিছু চান না, কেবল আমাদের প্রীতি চান। এস আমরা বিনীত ভাবে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলি; তোমাকে আমরা হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সমর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের এত নিকটে রহিয়াছ; তবে আমরা কেন বলি, তুমি দূরে। আমরা যত্ন করি না, তাই তোমাকে দেখিতে পাই না। আপনার দোষ মনে না করিয়া মনে করি, তুমি আমারদিগকে দেখিতেছ না। তোমার জন্য ব্যাকুল হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ দেখা দেও, তথাপি আমরা তোমাকে ভুলিয়া থাকি। হে পরমাত্মন্! তোমার অন্বেষণে যেন আমারদের সমুদয় হৃদয়, সমুদয় বল বীর্য্য, অর্পণ করি। তোমাকে যেন আমারদের সকল প্রীতি প্রদান করি। তোমার কার্য্যের জন্য যেন সমুদয় জীবন সমর্পণ করিতে পারি, তুমি এই প্রকার অনুগ্রহ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান।

২২ চৈত্র ১৭৮২ শক।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই—ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই—যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই; সে কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। যখন বিষয়-লালসা আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে—যখন জীবনের মহান্ লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া নীচ চিন্তা মলিন কামনাতে মন অভিভূত হয়; তখন তাঁহাকে দেখিতে পাই না। অনন্তের মহিমা সেই জানে, যে বিষয়-কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সমাহিত-চিত্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করে। যাহার চিত্ত পাপ-কলঙ্কে মলিন—যাহার হৃদয় সাংসারিক ভাবেই পরিপূর্ণ; সে কেবল জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। যখন সংসারের মলিন পঙ্কিল জলে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, যখন তাহাতে এমন এক বিন্দু ও স্থান থাকে না যে ঈশ্বরের নির্ম্মল অমৃত বারি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে; তখন তাহা অজস্র ধারাতেও তাহার উপরে বর্ষিত হইলে কি হইবে? যাহার চিত্ত বিষয়-চিন্তাতেই বিক্ষিপ্ত—মৃত্যুর রূপ সংসারের সঙ্গেই যাহার সমুদয় জীবন সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অমৃত বারির আস্বাদ সে কোথা হইতে পাইবে? হৃদয়কে

বিষয় কামনা হইতে শূন্য না করিলে তাহাতে ঈশ্বরের ভাব প্রবিষ্ট হয় না। হৃদয়কে পরিষ্কার কর—পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের অমৃত বারির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সময়ের নিরূপণ নাই, কখন্ স্বর্গ হইতে সেই অমৃত বারি পতিত হয়—চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাক; যখনি সেই জল বর্ষিত হয়, অমনি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ কর। মন যখন এই প্রকার শান্ত সমাহিত হয় ও উদার ভাব ধারণ করে, তখন সহজেই তাহা ঈশ্বরের দিকে যায়। অদ্যকার চন্দ্রমার মহিমা দেখ, তাহার অমৃত কিরণ সহস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে; অদ্য রজত রঞ্জনে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে, বৃক্ষেরা হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য বর্ণে শোভিত হইয়াছে। মাসে মাসে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি এই প্রকারে পতিত হয়; কিন্তু কখন্ তাহার মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া অনন্তের মহিমা অবলোকন করি? তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের মধ্যে যাঁহারা গঙ্গা তীরের শুভ্র চড়ার উপরে চন্দ্র-কিরণ ভোগ করিয়াছ, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে গঙ্গা-তীরে একাকী, কি দুই চারি বন্ধুর সঙ্গে, ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার স্নিগ্ধ মারুতে শরীর যখন শীতল হইল—সকল জগৎ স্তব্ধ পুলকে চন্দ্রের অমৃত কিরণ পান করিতেছে দেখিয়া মন যখন আর্দ্র হইল, এমন সময়ে কি কাহারও মনে অনন্তের মহিমা উদয় হয় নাই? অবশ্য অনেকেরই হইয়া থাকিবেক। সেই চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন যখন সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইল—তখনকার ভাব এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি,

কোন্ অবস্থাতে আমারদের মন সেই অনন্তের মহিমাতে মগ্ন হয়? যখন সে উদাস ভাব ধারণ করে তখন, কি যখন বিষয়-লালসাতে ব্যাকুল থাকে? প্রতি মাসেই আমরা এই চন্দ্র দর্শন করিতেছি—আমারদের হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্রমা কোন্ সময়ে সেই অনন্তের মহিমা প্রকাশ করে —কোন্ মনের অবস্থাতে আমরা চন্দ্রের শোভাতে শোভার আকর পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই? সেই সময়ে, যখন আমারদের মন সংসার হইতে উন্নত হইয়া উদাস ভাব ধারণ করে, যখন বিষয়-কামনা আমারদের মনে স্থান পায় না। এই সংসারের দাস হইয়া যে সময়ে আমোদ-কোলাহলে মত্ত থাকি, যখন ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকি, যখন মনো-দেবতাকেই উপাসনা করি; তখন যে দিকে চাই, ঈশ্বরের মহিমাকে আর দেখিতে পাই না। মন যখন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন আপনার সুখ দুঃখের প্রতি আর ভয় আশা থাকে না—তখন সে উদাস ভাব, উদার ভাব, ধারণ করে; তখন সকলই অনুকূল হইয়া তাহার আন্তরিক সাধু ভাব সকলকে পোষণ করিতে থাকে। তখন উষার শোভায়, সন্ধ্যার শোভায়, চন্দ্রের মহিমায়, সেই অনন্তেরই মহিমা প্রকাশিত হয়। কেবল দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে ঈশ্বরকে জানা যায় না; আত্মার সেই নিষ্কাম নিস্পৃহ ভাব চাই—ঈশ্বরের জন্য সেই ব্যাকুলতা চাই—তাঁহাকে না দেখিলেই নয়—না পাইলেই নয়; তবে সকল স্থান হইতে, সকল বিষয় হইতে, তাঁহারই মহিমা অনুভব করি—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,

সকলই তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়। কুটিল হৃদয়ের নিকটে সকলই অন্ধকারময়। সরল-হৃদয়ের নিকটে সকলই অনুকূল। ঈশ্বরের এক স্নিগ্ধ প্রীতি-দৃষ্টির নিকটে সকল সংশয় দূর হয়। যুক্তি ও তর্ক ও শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা যাহা না হয়, ঈশ্বরের এক অনুরাগ দ্বারা তাহা হয়—সকল মোহ দূর হয়। তাঁহার এক প্রীতিতে সকল সত্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমারদের বিশুদ্ধ প্রীতি ঈশ্বরকে যেমন প্রকাশ করে —দর্শন ও তর্ক শাস্ত্রের তেমন বল নাই। আত্মাকে পবিত্র না করিলে—সাধু ব্যবহার দ্বারা সাধু-ভাবে হৃদয়কে পূর্ণ না করিলে, কেবল পুস্তকের কীট হইয়া থাকিলে কি হইতে পারে? আমরা অধ্যয়ন করিলে, অধ্যাপক হইতে পারি, জগন্মান্য পণ্ডিত হইতে পারি—শাস্ত্রের আলোচনায় শাস্ত্রী হইতে পারি, বুদ্ধির ব্যুৎপত্তি-বলে তার্কিক হইতে পারি; কিন্তু ঈশ্বরকে কদাপি লাভ করিতে পারি না। তাঁহার নিকটে যাইতে হইলে শিশুর ন্যায় অকপট ভাবে যাইতে হয়। সরল হৃদয়ে, পবিত্র হৃদয়েই, পরমাত্মা প্রকাশিত হন। তখন আমি তাঁহার হই—তিনি আমার হন—যেন সৃষ্টির মধ্যে আর কেহই নাই। তখন আমার হৃদয়ে বসিয়া তিনি তৃপ্ত হয়েন এবং আমার সমুদয় হৃদয়কে সংতৃপ্ত করেন। তখন আমার প্রীতি তাঁহার নিকটে যায়—তাঁহার প্রীতি আমার হৃদয়ে আইসে। এই দুই প্রীতি সম্মিলিত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে। যদি অমৃতের সঙ্গে মিলিত হইতে চাও;

তবে আত্মাকে পবিত্র কর—সংসারের পঙ্কিল মলিন জল পরিহার কর—হৃদয়কে তাঁহার ভাবের ভাবুক কর—মনকে তাঁর প্রেমে প্রেমিক কর। সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহার অনুচর হও।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের কুপ্রবৃত্তি-সকল দমন কর। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে বিরত করিয়া, নীচ কামনা হইতে দূরে রাখিয়া, কেবল তোমার প্রেমে আমারদিগকে নিমগ্ন কর এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান।

---

২০ বৈশাখ ১৭৮৩ শক।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

ইনি প্রাণস্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। এই জীবন্ত মহা-বাক্য আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই প্রাণ-স্বরূপ হইতে এই জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে, সেই প্রাণ-স্বরূপের নির্দ্দিষ্ট নিয়মেই ইহারা নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, এবং সেই প্রাণস্বরূপের ইচ্ছার স্রোত অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকাতেই এই চরাচর ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। ইনি আমারদের জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, ইনি আমারদিগের হৃদয়ের পরম ধন; ইঁহারই উপাসনার নিমিত্তে আমরা এই ব্রাহ্ম সমাজে সম্মিলিত হইয়াছি,

ইঁহাকেই প্রীতি দান করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব সেই প্রীতি-স্বরূপের প্রীতি-নয়ন দেখিয়া জীবন সার্থক কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনি আমারদিগের আশ্রয়-দাতা; সেই পরমেশ্বরের উপাসনার নিমিত্তে, তাঁহারই প্রীতির নিমিত্তে আমরা এখানে একত্রে মিলিত হইয়াছি। অতএব তাঁর প্রতি প্রীতিকে উজ্জ্বল কর। এখানে আসিয়া আমারদের জ্ঞান-নেত্র যেন এই স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপি জানিয়া তাঁহার পূজার নিমিত্তে উৎসুক হও; যেন কুটিল বিষয়-চিন্তা-সমূহ এ সময়ে তোমাদের শ্রোত্রকে রুদ্ধ ও মনকে বিক্ষিপ্ত না করে। সমস্ত দিবস আমরা যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হৃদয়-দ্বার মুক্ত করিয়া আপনার মনকে তাঁহার আনন্দে পূর্ণ কর। আমাদের কি সৌভাগ্য যে যাঁর সঙ্গে অনন্ত কালের সম্বন্ধ, তিনিই আসিয়া আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন। এই বঙ্গ দেশ সকল দেশ অপেক্ষাই দুর্ব্বল। এই ক্ষীণ হীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা সকলে মলিন হইয়াছি; তথাপি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ, তিনি এই সমাজ-মন্দিরের মধ্যে আমারদিগের নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন। মাতার যেরূপ দুর্ব্বল শিশুর প্রতি স্নেহ অধিক হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরেরো স্নেহ বঙ্গ দেশের প্রতি অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার এত অনুগ্রহ পাইয়াও কি আমরা তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিব না? তাঁহার অনু-

গ্রহই আমারদের সর্ব্বস্ব। আজ সমাজ-মন্দিরে আসিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রচুর-রূপে উপভোগ করিতেছি, ঈশ্বরের এই প্রসাদ যেন আমারদিগকে প্রতি সপ্তাহে এ স্থলে আনয়ন করে। আমাদের কিঞ্চিৎ যত্ন থাকিলে তাঁহার প্রসন্নতা তিনি মুক্ত হস্তে বিতরণ করেন; আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি সহস্র ধারে অমৃত বর্ষণ করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের যে প্রকার সম্বন্ধ, মনুষ্য হইয়া কি আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না? তাঁহার সেই সুন্দর মঙ্গল-ভাব দেখিয়া আত্মাকে উজ্জ্বল কর, কুটিল ভাব-সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর, ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের অধীন হইয়া স্বাধীন হও—স্বেচ্ছাচারী হইও না। যাহারা স্বেচ্ছাচারী, তাহারা স্বাধীন নহে, তাহারা স্বীয় কুটিল প্রবৃত্তিরই অধীন। জ্ঞানহীন ধর্ম্মহীন পশুরাই স্বেচ্ছাচারী। যাহারা আপনাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, যাহারা আপনারদিগের প্রবৃত্তি-স্রোতকে ধর্ম্মের অনুগত করিতে পারে নাই, যাহারা আপনারাই আপনার প্রভু নহে, তাহারদের অপেক্ষা হতভাগ্য পরাধীন আর কে আছে? "ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং যন্মনোনুবিধীয়তে। তদস্য হরতে প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥" মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। পরাধীন হওয়া যে কত কষ্ট, তাহা বর্ণনার অতীত। পাপ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়া যে কত যন্ত্রণা, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। পাপের ঔষধ কেবল এক মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের

প্রাণ স্বয়ং ব্রহ্ম, সেই ধর্ম্মের বলে আমরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিব। স্বাধীনতা ব্যতীত সুখ সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব, পরাধীনতাই দুঃখের মূল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি যে পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার স্বাধীনতা এবং আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ করা যায়। বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা যে কত মঙ্গল সাধন হইবে তাহা যাঁহারা ইঁহাকে এক বার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন! যত দূর ঈশ্বরের রাজ্য, তত দূর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বল ও আধিপত্য। যদি তোমারদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিমিত্তে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন থাকে, যদি আত্ম-প্রসাদ লাভের নিমিত্তে এক টুকুও ব্যগ্রতা থাকে; তবে তাহা কেবল এক মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, কেবল এক মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরি আশ্রয়ে পাপকে পরাভূত করা যায়। একে বঙ্গ দেশের এই দুরবস্থা, তাহাতে যেন আবার এই ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা না থাকে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যতীত এ দেশের দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দেখিবার জন্য প্রার্থনা কর এবং ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও শুভ-বুদ্ধি পাইবার নিমিত্তে তাঁহার প্রতি উন্মুখ হও। তিনি তোমার প্রার্থনা অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন; তাঁহার প্রসাদ-বারি তোমারদিগকে অবশ্যই সিক্ত করিবে; ক্রমে তোমার সকল বৃত্তিই সেই মঙ্গলময়েরি অনুগামী হইবে। যদি ঈশ্বর আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আমারদিগের নিকটে প্রেরণ না করিতেন, যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদিগের প্রিয় বন্ধুর ন্যায় কার্য্য

না করিতেন; তবে আমারদিগের কি ক্লেশই সহ্য করিতে হইত, কি নরকই ভোগ করিতে হইত। আমরা ক্রমে পাপের অধীন হইরা সংসার-পিঞ্জরেই বদ্ধ হইয়া থাকিতাম। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হই নাই; ইঁহার সহবাসে আমরা ক্রমে বলীয়ান্ হইতেছি। এখানে যেমন আত্মার উপযোগী ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপযোগী আত্মা; এমন আর কিছুই নাই। যেমন সর্ব্ব প্রথমে পূর্ব্বদিক্ হইতে বিভাবসু সূর্য্য উদিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে আলোক ময় করে, তদ্রূপ এই পূর্ব্বদিক্ স্থিত বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদয় হইয়াছে। ইহা এই ক্ষণে সমুদায় পৃথিবীকে ক্রমে ক্রমে আলোক দান করিবে। এ ধর্ম্মকে অবহেলা করিলে শরীর ভগ্ন হইবে, মন বিকৃত হইবে, আত্মা শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইঁহাকে আশ্রয় করিলে তোমরা ইঁহার বলে বলীয়ান্ হইবে; যদিও শত সহস্র ব্যক্তি তোমারদের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে, তথাপি ঈশ্বর-দত্ত অভেদ্য কবচে আবৃত থাকিয়া সকল ভয়কে অতিক্রম করিবে। অতএব সকলে মিলিয়া এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা কর, ইনি নিশ্চয় তোমারদিগকে সকল সময়েই রক্ষা করিবেন। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই পৃথিবীর ধর্ম্ম এবং যাহা এই অসীম জগতের ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ কর; ক্রমে তোমারদিগের সাধু দৃষ্টান্তে ইহা সমুদায় পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে। হে পরমাত্মন্! কবে এই মর্ত্ত্য লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব জাজ্বল্যমান হইবে, কবে এই বঙ্গ দেশ হইতে দ্বেষ ও

মলিন ভাব-সকল দূরীভূত হইবে, কবে সকলে ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহায়তাতে তাঁহাকে লাভ করিয়া আপ্ত-কাম হইবে। হে জগদীশ্বর! তুমি আমার এই নির্ম্মলতম অন্তরতম কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

---

২৭ বৈশাখ ১৭৮৩ শক।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

যখন আমরা সংসারের স্রোতেই ভাসিতেছিলাম—যখন প্রেয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়ামোদেই মত্ত ছিলাম—তখন কোথা হইতে বল আসিল, যাহাতে সেই প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে সক্ষম হইলাম? যখন সমুদয় দুঃখ, আশা ভরসা, এই সংসারেতে সমর্পণ করিয়া প্রেয়ের পথেই বিচরণ করিতেছিলাম; তখন কে হস্ত ধারণ করিয়া আমারদিগকে সেই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিলেন? যখন বয়স্যদের সঙ্গে আমোদ-কোলাহলে উন্মত্ত ছিলাম, এমন একটী সাধুর মুখ দেখিতে পাই নাই যে সে ঈশ্বর-পথের এক ধূলি-কণা দেখাইয়া আমার আত্মাকে জাগ্রত করিয়া দেয়; তখন কে আমারদিগকে সুমধুর উপদেশ দিয়া কল্যাণময় শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করিলেন? প্রতি জন মনে করিয়া দেখ, এমন এক এক সময় আসে

কি না, এমন এক এক অবস্থা হয় কি না, যখন প্রেয়ের আকর্ষণ সাংসারিক সুখের আকর্ষণ, প্রবল হইয়া আমারদের সমুদয় হৃদয় ও মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখে ? সেই অন্ধকারাবৃত মোহ-ঘনাবৃত সময়ে কি আমারদের উপরে কাহারো দৃষ্টি থাকে না ? যখন সকলেই সমবেত হইয়া আমারদের আত্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন ঈশ্বর কি আমারদের সহায় থাকেন না। তিনি কি দেখিতে থাকেন না, কখন্ আমারদিগকে প্রেয়ের কুটিল পথ হইতে আপনার আলোকময় শ্রেয় পথে উত্তীর্ণ করেন। যখন সংসারকেই আমারদের সার বোধ হয়—যখন প্রবৃত্তি-সকল বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত হয়—যখন হৃদয়ের সমুদায় কামনা, সমুদয় প্রীতি সংসারেই সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ থাকে; তখন এই প্রকার আকর্ষণ হইতে স্বয়ং ঈশ্বর আমারদিগকে উদ্ধার করেন। তখন তিনি আমারদের আত্মাতে অমৃত ভাব প্রেরণ করেন। তখন চেতন পাইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ? কোথায় যাইব ? আমি কি করিতেছি ? এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই কি চির কাল থাকিব ? তখন সংসারের অসারতা হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরের করুণা না পাইলে আমরা কোন প্রকারেই এই মোহ-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি না। আমরা নানা শাস্ত্র আলোচনা করি ; সাধুসঙ্গে দিন-পাত করি ; তথাপি প্রতিহত জল-স্রোতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আমাদের মন সংসারের দিকেই ফিরিয়া আইসে। যখন আপনার বলের উপর নির্ভর থাকে,

তখন আর আশা থাকে না, কি প্রকারে এই সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইব। যখন ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাই তখনই ভরসা হয়। আমরা কি এমন কোন অবস্থা মনে করিতে পারি—যাহাতে ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাদের কোন আশাই থাকে না? এমন কোন অবস্থা কি আমারদের আসিতে পারে যে ঈশ্বর আমারদিগকে শোধনের অতীত দেখিয়া পরিত্যাগ করেন? এ প্রকার হইলে আমরা অসহায় নিরুপায় হইয়া পড়িতাম। তিনি যদি আমারদিগকে আপনার আপনার বলের উপরেই রাখিয়া দিতেন;—আমরা আপনার উপরে যতই পাপ ও মলিনতা সঞ্চয় করি না কেন, তিনি যদি তাহা সংশোধন না করিতেন; তবে এত দিনে আমারদের আত্মা একেবারে অসাড় হইয়া যাইত; তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিত না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এমন ঈশ্বর নন যে তিনি তাঁহার হীন মলিন সন্তানদিগের প্রতি উপেক্ষা করেন। আমরা যোগ্য না হইলেও তাঁহার প্রীতি আসিয়া আমারদের উপর অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। তাঁহার এই অখিল সংসারে তাঁহার কোন পুত্র ত্যজ্য নহে। এই সংসারের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে তিনি আমারদের কর্ণধার হইয়া আছেন। তিনি আমারদের সঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন, আবার আমারদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন। তিনি আত্মাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। তিনি হৃদয়ে বল বিধান করিতেছেন, যে তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি। আমারদের

যদি কিঞ্চিৎ যত্ন থাকে, তিনি তাহার শত গুণ অধিক বল দেন। আমরা যদি প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাই—আর আমারদের সম্মুখে যদি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সাগর সমান সহস্র প্রতিবন্ধক থাকে, যদি সকল সংসার আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়; তথাপি আমাদের ভয় নাই, কেন না ঈশ্বর আমাদের সহায়। আমরা নিজে দুর্ব্বল হইলাম, তাহাতে কি? ঈশ্বর আমারদের দুর্ব্বলতার বল। যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা সংসারকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি; তখনই আমারদের ভয়, তখনই আমারদের শোক, তখনই আমারদের নিরাশা। তখন সংসারে মগ্ন হই—কিন্তু সংসার আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না। সংসারে আমরা সমুদয় প্রীতি অর্পণ করি, কিন্তু তাহা হইতে প্রীতি পাই না। সংসারকে সুখ-সাধনের উপায় করিতে যাই—সুখ মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় বঞ্চনা করে। আমরা অমৃত মনে করিয়া যাই, বিষের আস্বাদ পাই। আমাদের এ কি মোহ! কেন আমরা এই প্রকারে বৃথা ভ্রাম্যমাণ হইতেছি। কেন আমরা এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে মুগ্ধ রহিয়াছি, যেন এই সকল আমারদের চির কালের ধন। আমরা চির দিন এই রূপে জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিতেছি, এক বার মনেও করি না, আমারদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে। আমরা দুঃখেতে ক্লেশেতে আবৃত হইতেছি—পাপেতে তাপেতে অবসন্ন হইতেছি; আমাদের শরীর রুগ্ন হইতেছে, মন ক্লিষ্ট হইতেছে—তথাপি আমরা জানি না, কোন্ স্থানে অব-

স্থিতি করিলে আমরা অনাহত থাকিব? এখন হইতে সকলেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। যাঁর বলে সমুদয় সংসারের বল, তাঁহার বলে বলী হইয়া নির্ভর হও। প্রেয়-পথ পরিত্যাগ কর। শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর, ঈশ্বর সহায় হইবেন। তাঁর বলেই সকল বল। তাঁর আশ্রয়েই আমাদের জীবন। যদি সেই সূর্য্যের আলোক এখনি আত্মাতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তবে এখনি আমরা নূতন হইয়া উত্থিত হই। সেই সূর্য্যের প্রকাশে তখন আপনার ক্ষুদ্র ভাব সকলি অস্তমিত হয়। যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন কি চন্দ্রের শোভা থাকে? যখন ঈশ্বর হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হন, তখন কি সে হৃদয়ে মলিন হীন ভাব থাকিতে পারে? তখন কি আপনার শোভা, আপনার মহত্ত্ব, না আপনার মান অভিমান, মনে থাকে? যখন সূর্য্য অস্ত হন, আকাশ যখন অন্ধকার হয়, তখনি খদ্যোতেরা আপনার আপনার শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। সেই রূপ যখন হৃদয় অন্ধকার হয়—ঈশ্বরের জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তখনি আপনার নাম, আপনার মান, আপনার মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তখন সেই অন্ধকার রজনীতে আপনার যৎকিঞ্চৎ আলোকই প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ঈশ্বরের প্রীতি হৃদয় অধিকার করে, তখন আপনার প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। তখন যাহাতে তাঁহার পূজা জগৎময় প্রচারিত হয়—যাহাতে তাঁহার মঙ্গল-কিরণে সকল হৃদয় অনুরঞ্জিত হয়; তাঁর জ্ঞান প্রীতি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়; তাঁহাতেই শরীর

মন ব্যস্ত থাকে। তখন আপনার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কিসে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হয়, তাহার জন্যই সকল কার্য্য। যখন আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে দেখি, তখনই আপনার মহত্ত্ব। যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপনাকে দেখি, তখনি আমরা সংসারের ক্ষুদ্র ভাবে মুগ্ধ হইয়া যাই।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, প্রেয়ের পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাও। আমারদের দুর্ব্বল মনে তোমার বল দেও, যাহতে তোমার নাম সমুদয় পৃথিবীতে প্রচার করিতে পারি—তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিবার জন্য সমুদয় হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারি, তুমি আমাদের উপর এই প্রকার অনুগ্রহ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যান।

১০ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৩ শক।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ
প্রেয়োবৃণীতে।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিকে প্রস্ফুটিত করা, আমারদের আত্মার সহিত সেই পরমাত্মার সহিত অভেদ্য নিগূঢ় যোগ স্থাপন করা, এবং তাঁহার পথের অনুগামী

হইয়া তাঁহার কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়; আর স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখে ও বিষয়ামোদেই মত্ত থাকা, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের মোহেই মুগ্ধ হওয়াই প্রেয়। কল্যাণময় শ্রেয়কে আশ্রয় করিলে তিনি আমারদিগকে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত করেন; আর ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে প্রেয়ের অনুবর্ত্তী হইলে আমারদের সংসার-গতিকেই প্রাপ্ত হইতে হয়। "অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।" শ্রেয় ও প্রেয় ইহারা প্রত্যেকই ভিন্ন ভিন্ন পথে মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রেয় যিনি তিনি আমারদিগকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় ধর্ম্ম-পথের পথিক করিয়াও অবশেষে অমৃত সন্নিধানে লইয়া যান, আর প্রেয় নানা প্রলোভন দেখাইয়া ঈশ্বরের বিপরীত পথ দ্বারা সংসারে অগ্নি তুল্য তপ্ত-তৈল-কটাহে আনিয়া নিক্ষেপ করে। এক দিকে ইন্দ্রিয়-সেবা, বিষয়-ভোগ, প্রভুত্ব, অভিমান ও স্বেচ্ছাচার; আর দিকে ধর্ম্ম-লাভ, আত্ম-প্রসাদ, সাধু-ভাব, ঈশ্বর ও স্বাধীনতা; তোমরা ইহার মধ্যে কোন্ পথের পথিক হইতে চাহ? যদি তোমরা অপ্রতিহত ধর্ম্মের বল চাহ, আত্মাকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও উন্নত করিতে চাহ, আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা কর; যদি ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা তোমারদিগের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে; তবে তোমরা শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর; ইনি হৃদয়ের শত শত কুটিল গ্রন্থির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তোমারদিগকে সেই সুন্দর মঙ্গল

পুরুষের প্রসারিত ক্রোড়ে উপনীত করিবেন। শ্রেয়কে অবলম্বন করিলে অমূল্য ধর্ম্ম রত্ন লাভ করা যায়, ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখ দর্শন করা যায় ও তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া তজ্জনিত বিমল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা যায়। শ্রেয়ের পথই মনুষ্যের পথ, শ্রেয়ের পথই দেবতাদিগের পথ, শ্রেয়ের পথই আমাদের অনন্ত কালের পথ; অতএব আমরা যেন ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, প্রেয়কে যেন আমরা দূর হইতে পরিত্যাগ করি। হে যুবক ভ্রাতৃগণ! সাবধান হও, যৌবন কালের প্রারম্ভেই তোমরা সতর্কতার সহিত পদ নিক্ষেপ কর। এখন তোমারদিগের জ্ঞান চক্ষু সতেজ আছে, তোমাদের শরীর মন উৎসাহ বলে বলিষ্ঠ আছে; দেখ যেন এই সময়েই তোমরা প্রেয়ের তৃণাচ্ছাদিত তমসাবৃত কূপে পতিত না হও। শ্রবণ কর; শ্রেয় উপদেশ দিতেছেন, যে আমি তোমারদিগকে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধামে উপনীত করিব।

আমাদের হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় উভয়েরই ঘোরতর সংগ্রাম। আমরা দুয়েরই সন্ধিস্থলে বাস করিতেছি। এক দিকে প্রেয় আমারদের পদ-দ্বয় বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন করিতে চাহে, আর দিকে মাতৃ-স্নেহ-পূর্ণ শ্রেয় আমারদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অমৃত-নিকেতনে লইয়া যাইতে চাহেন। অন্তর-হলাহল মধুর-ভাষী প্রেয় আসিয়া বলে "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্॥" তুমি শতায়ু-বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র গ্রহণ কর; হস্তি হিরণ্য অশ্ব রথ তোমার জন্য

সকলই প্রস্তুত। তুমি আমার পথবর্ত্তী হও; সুগন্ধী গন্ধবহ তোমার শরীর শীতল করিবে, তোমার প্রাসাদে নৃত্য গীত হাস্য পরিহাস অহরহ উল্লাস বহন করিবে, ইন্দ্রিয়-সুখদ গন্ধামোদ-সকল তোমার চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে, মর্ত্য লোকের দুর্লভ অপ্সরগণ তোমাকে পরিচারণা করিবে, শত লোক তোমার পদানত হইবে, তুমি সকলের প্রভু হইবে, তুমি মহদায়তন রাজ্যের রাজা হইবে, তোমার যশঃকীর্ত্তি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে। যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তবে তুমি সকলের অধীশ্বর হইবে। সুধীর সাধু যুবা প্রেয়ের এই সকল অনর্থকর মোহ-বাক্য শুনিয়া গম্ভীর মহা সাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর করিলেন "সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ" তুমি যে প্রকার প্রলোভনে আমাকে ফেলিতে চাহ, ইহাতে অল্প কালের মধ্যে আমার সকল ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে; অন্তক আমার পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, রন্ধ্র পাইলেই আমার ধন প্রাণ সকলি হরণ করিয়া লইবে; অতএব তোমার অশ্ব রথ, তোমার নৃত্য গীত, তোমারই থাকুক। তুমি যাহা কিছু দিতে পার, তাহাতে আমার তৃপ্তি কথনই হইবে না। "ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যঃ।" আমি কোন প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে ভুলিবার নহি। অস্থায়ী ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থে আমার চিত্ত নির্ভর করিতে পারে না। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে সংসার আমাকে ভূত কালে কিছুই সুখ প্রদান করে নাই, কেবল শোক চিন্তায় আমাকে আকুল করিয়াছে; এবং আমি ইহা নিশ্চয়

জানি যে ভবিষ্যতেও সংসার আমাকে শান্তি-সুখ বিধান করিবে না; অতএব আমি আর তোমার প্রলোভন-বাক্যে প্রবঞ্চিত হইয়া সংসারের কুটিল পথে দন্দ্রম্যমাণ হইতে চাহি না। যদি তোমার নিকটে এমন কোন সুন্দর অমূল্য বস্তু থাকে যে যাহাতে প্রীতি স্থাপন করিলে আর সকলকে প্রীতি করা যায়, এবং আমার হৃদয়ে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, কস্মিন্ কালেও তাহার ক্ষয় হয় না; যদি এমন কোন অমূল্য ধন তোমার নিকটে থাকে, তবে তাহা আমার হস্তে দিয়া আমার ব্যাকুলতাকে শান্তি কর, আমি চির জীবনের নিমিত্তে তোমার পদানত দাস হইয়া থাকিব। ইহাতে প্রেয় মৌনী হইল ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন একাকী সেই সাধু যুবা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হইলেন, বিষয়-প্রলোভন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, কিন্তু হৃদয়ের অভাব মোচন হইল না। তিনি পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখের অভাবে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, সংসার তাঁহার নিকটে শ্মশান তুল্য হইল। এ অবস্থা জীবনের কি ভয়ানক অবস্থা। এ অবস্থাতে সংসারের সুখে আমারদের কোন আস্বাদ থাকে না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পাই না। ঈশ্বরের জন্য কেবল একটি গভীর অভাব বোধ হয়, কিন্তু সেই আন্তরিক অভাব যে কি প্রকারে মোচন হইবে, তাহার কিছুই সন্ধান পাই না। এই সময়ে তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় ব্যাকুল-হৃদয় হই; এই সময়ে সংসারানলে আমারদের সমুদয় শরীর দগ্ধ হয়।

এই শোক-দাবানলের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, কাহারো নিকট হইতে শান্তিকর উল্লাসকর উত্তর পাই না। এই প্রকার অবস্থাতে পতিত হইয়া যখন সেই সাধু যুবা বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিলেন, যখন অসহায় হইয়া জীবন-সহায়কে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধ-বসন মঙ্গলেচ্ছু শ্রেয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন। তুমি কেন শোকে মগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তিহীন হইয়া অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ; যাঁর প্রীতি সুধাতে জগৎ সংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেম-রূপ মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন কর এবং দুঃখ-সন্তপ্ত অশ্রু-ধারাকে প্রেমাশ্রু-ধারাতে পরিণত কর। যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় হয় না; যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না; তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর, মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আমাকে অবলম্বন কর, আমি তোমাকে সেই প্রেমময়ের অমৃত ক্রোড়ে লইয়া সমর্পণ করিব। শ্রেয়ের এই স্নেহ-পূর্ণ মৃত-সঞ্জীবন বাক্যে সেই যুবার মন দ্রবীভূত হইল এবং ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তুমি কে? কোথা হইতে আইলে? কি করিলে ও কোথায় গেলে আমার এই দুঃসহ ব্যাকুলতার উপশম হইবে? কাহার প্রেম-নীরে আমার শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র হইতে পারে? শ্রেয় তখন তাঁহাকে করুণ

স্বরে বলিতে লাগিলেন যে সেই ভূমা মহান্কে প্রত্যক্ষ কর, তিনি তোমার অন্তরেই বিরাজ মান আছেন; তোমার পরিমিত আত্মাতেই সেই অপরিমিত অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। ব্যাকুল হৃদয়ে, কাতর মনে, তাঁহার দর্শনের নিমিত্তে প্রার্থনা কর; তিনি তোমার সম্মুখে অবশ্যই তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতি প্রকাশ করিবেন এবং ধর্ম্মের সরল পথ আবিষ্কৃত করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা ধর্ম্ম পথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, সেই দুর্গম পথও সুগম হইবে। ধর্ম্মের অনুগামী হইতে হইলে সুখ দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইতে হয়। ধর্ম্ম সুখেতেও বর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখেতেও বর্দ্ধিত হয়; সম্পদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয়, বিপদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয়; বিপন্ন ব্যক্তিকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন এবং শ্রী-সম্পন্ন সজ্জনকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন। এ পৃথিবী আমারদের শেষ গতি নহে, ইহা আমারদের শিক্ষার ও পরীক্ষার স্থান। এখানে ধর্ম্মের জন্যে তো দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে, বিপদ্কে তো আলিঙ্গন করিতেই হইবে, ত্যাগ তো স্বীকার করিতেই হইবে। এমন কি, সঙ্কট বিশেষে, সময়বিশেষে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিশেষে, প্রাণ পর্য্যন্তও অকাতরে বলিদান দিতে হইবে। সুখের আশ্বাসে ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুটিলতা কপটতা। আমি কিছু তোমাকে সুখের আশ্বাস দিতেছি না, আমি তোমাকে প্রেয়ের ন্যায় মিথ্যা প্রলোভনে বদ্ধ করিতেছি না। সুখেতেও ধর্ম্মের উন্নতি হয় বটে;

কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার কদাপি সুখ নহে। অস্থায়ী সাংসারিক সুখ কি কখন দেব-সেব্য ধর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে? যে সুখ পার্থিব স্বর্ণ মুদ্রার উপর নির্ভর করে, যে সুখ রক্ত মাংস স্নায়ু শিরার উপর নির্ভর করে, যে সুখ প্রবঞ্চনা করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাই কি ধর্ম্মের পুরস্কার হইল? ধর্ম্মের পুরস্কার নিজেই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুরস্কার আত্ম-প্রসাদ, ধর্ম্মের পুরস্কার স্বয়ং ঈশ্বর। অতএব হৃদয়ের প্রীতি উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়েশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, আপনার ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভাবের ভাবুক হও। তোমার আপনার জন্য কিছুই রাখিও না; সকল তাঁহাতেই সমর্পণ কর, এখনি তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। মঙ্গলময় শ্রেয়ের এই সকল নিগূঢ় হিতকর বাক্য শুনিয়া সেই সাধু যুবা পরম শরণ্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন এবং আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। সংসার তাঁহার নিকটে আর এক নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল; তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হইল। তিনি প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে আপনার প্রাণ অর্পণ করিলেন, এবং মৃত্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমৃত লাভ করিলেন। আর যে কেহ শ্রেয়ের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকার ঈশ্বরেতে প্রাণ মন সমর্পণ করিবেন; তিনিও অমৃত লাভ করিবেন, তিনিও অমৃত লাভ করিবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ষড়িংশ ব্যাখ্যান।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৩ শক।

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং।

ঈশ্বর অমৃতের পরম সেতু; কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল অমৃত-সেতু বিলেলেই তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ পায় না; তিনি অমৃত-নিকেতন। তিনি নিজেই অমৃত। এই সমাজ হইতে যে রূপ ঈশ্বরের বিমল স্তুতি-বাদ ঈশ্বরের নিকটে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার তিনিও এই সমাজ-মন্দিরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অমৃত-ধারা বর্ষণ করেন। তোমরা সমস্ত দিবস, দ্বাদশ ঘণ্টা কাল, বিষয়-গরল যে ভক্ষণ করিয়াছ; তাহার উপশমার্থে এক বিন্দু অমৃত বারিও যেন তোমারদিগের হৃদয়ে এখন স্থান পায়। এখানে তিনি অমৃত-বারি অজস্র ধারে বর্ষণ করিতেছেন; আমরা যেন হৃদয়াধারকে প্রশস্ত করিয়া, যত পারি, ততই তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখি। যদি এখানেও আসিয়া আমরা জড়ের ন্যায় জড়ীভুত রহিলাম; এ প্রকার স্তুতি-বাদের মধ্যে, এ প্রকার সাধু-সঙ্গে, এ প্রকার জাজ্বল্যতর ঈশ্বরের আবির্ভাব মধ্যে, যদি ক্ষণকালের জন্যেও সেই অমৃত-বারি হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলাম, যদি এত প্রেম-বারি বর্ষণের মধ্যেও আমরা তাঁহাকে কণা মাত্র প্রীতি দান করিতে না পারিলাম; তবে অনন্ত কালের উপজীবিকা যে আমারদের সেই সুন্দর নিরবদ্য নিরঞ্জন

পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে পাইবার উপায় আমরা কি করিতেছি। তিনি আমারদিগকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবেন, আমরাও তাঁহাকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিব; ইহা অপেক্ষা আমারদিগের আর কি সৌভাগ্য অধিক হইতে পারে? আমরা তো ইহারই নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব যেন আমরা প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে আমারদিগের সমুদয় জীবন যৌবন তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া জন্মের সাফল্য সম্পাদন করি। এক বার ভাবিয়া দেখ যে যে সুন্দর পুরুষের আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইবার জন্য আমারদিগের মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল, যাঁহার ক্ষণ মাত্র অদর্শনে আমারদিগের শরীর শুষ্ক হইয়া যায় ও আত্মার বিকার-দশা উপস্থিত হয়, আমারদের কি সৌভাগ্য যে তিনিই আমারদিগকে সর্ব্বদাই প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। কেবল দেখিতেছেন না; কিন্তু আমারদিগকে সর্ব্ব ক্ষণই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। আমারদিগের প্রীতি যখনি তাঁহার প্রতি উত্থিত হয়, তখনি তাঁহার প্রীতির আলিঙ্গন আমরা বুঝিতে পারি, এবং ক্রমে যেমন আমরা মর্ত্ত্য-লোক হইতে দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে গমন করি; তাঁরও প্রেম আমারদিগের প্রতি ততই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে; তিনি আমারদিগকে ততই গাঢ়তর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন, আমরাও তাঁহাকে ততই গাঢ়তর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিব। এই জীবন্ত আশা হইতে বঞ্চিত হইলে আমারদের জীবন কি নীরস হইত।

আহা! দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ, এই সমাজে তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি কেমন প্রকাশ পাইতেছে! তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ রহিয়াছে; বাহিরে তাঁহার জ্যোতি, অন্তরে তাঁহার জ্যোতি; সেই স্বপ্রকাশ শুভ্র জ্যোতির নিকটে বিদ্যুতের আভাও অপ্রকাশিত থাকে, সূর্য্যের জ্যোতিও প্রচ্ছন্ন হয়। সেই গভীর জ্যোতির অন্ত নাই, সেই গভীর জ্যোতির সীমা নাই, সে ছায়া-বিহীন জ্যোতি; এবং তাহারই কণা মাত্র ধারণ করিয়া সমুদয় জগৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি "দগ্ধেন্ধনমিবানলং"। তিনি দগ্ধ-দারু-নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান। যেমন ইন্ধনে অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তর বাহির দগ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে সমুজ্জ্বলিত হয়; সেই প্রকার এই জগতের অন্তর বাহিরে প্রতি বিন্দুতে, প্রতি কণাতে জাজ্বল্যমান সেই পরমাত্মা-রূপ অগ্নি এই ভূলোক হইতে দ্যুলোককে অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে উত্থিত হইয়াছে এবং অখিল, বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার এই দেদীপ্যমান-স্বরূপ এখানেই প্রত্যক্ষ কর; যদি এখানেই তোমরা তাঁহাকে দেখিতে নিরাশ হইলে, তবে আর তোমাদের ভরসা কোথায়? যদি এমত পবিত্র স্থানে আগত হইয়া, এমত সাধু সঙ্গে উপবেশন করিয়া, এখনও তাঁহার প্রকাশ সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় অন্তরে না পাইলে, তবে জীবনে কি আবশ্যক; ধিক্ এ জীবনকে, এই ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তিকেও ধিক্। হে সাধু যুবা-সকল! তোমরা এক বার ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে পাইতে

অভিলাষ কর; তোমারদের হৃদয় যদি পাষাণ সমান থাকে, ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তাহা পুষ্পবৎ কোমল হইবে। যেন কোন কুটিল চিন্তা তোমারদিগকে এখানে ব্যতিব্যস্ত না করে। শ্রেয়ের পথে গমন কর। ঈশ্বর যে পথের নিয়ন্তা, সেই পথই অবলম্বন কর; তাঁহার শরণাপন্ন হও। হে পরমাত্মন্! তুমিই আমারদিগের সহায় সম্পত্তি, তুমিই আমারদিগের প্রিয় সুহৃদ, তুমিই আমারদিগের পিতা মাতা। তুমি আমারদিগের প্রীতিকে তোমার প্রতি উন্নত কর; আমারদের সমুদয় ভাব তোমার মঙ্গল ভাবের অনুগামী কর। তোমা হইতেই আমরা সকল শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার কার্য্যেই যেন সে সমুদয়কে নিয়োগ করি। যে দিকে আমারদের কার্য্য যায়, সেই দিকেই যেন তোমারই অনিমিষ দৃষ্টি দেখিতে পাই। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে তোমার সৎপথে লইয়া যাও, আমারদের জ্ঞান নেত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হও। তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভ্রম সংশোধন।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১	১১	অষ্টম ব্যাখ্যান	নবম ব্যাখ্যান
৫৮	৪	নবম ব্যাখ্যান	দশম ব্যাখ্যান
৬৫	৫	দশম ব্যাখ্যান	একাদশ ব্যাখ্যান
৭০	১	একাদশ ব্যাখ্যান	দ্বাদশ ব্যাখ্যান
৭৮	১	দ্বাদশ ব্যাখ্যান	ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান
৮৪	৪	ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান	চতুর্দশ ব্যাখ্যান
৮৯	৮	চতুর্দশ ব্যাখ্যান	পঞ্চদশ ব্যাখ্যান
৯৬	১৩	পঞ্চদশ ব্যাখ্যান	ষোড়শ ব্যাখ্যান
১০২	৮	ষোড়শ ব্যাখ্যান	সপ্তদশ ব্যাখ্যান